ত্য-সাধক-চরিতমালা—১

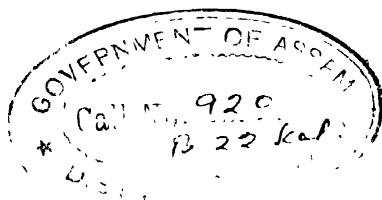
কালীপ্রসন্ন সিংহ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



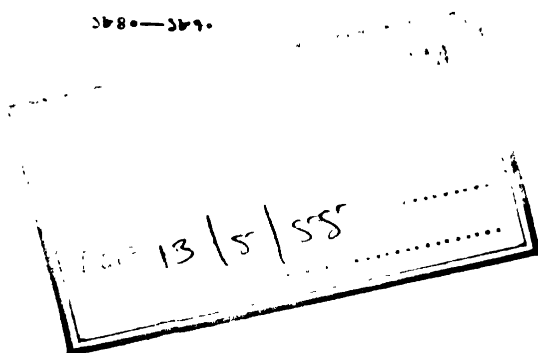
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১



কালীপ্রসন্ন সিংহ

১৮৪০—১৮৭০

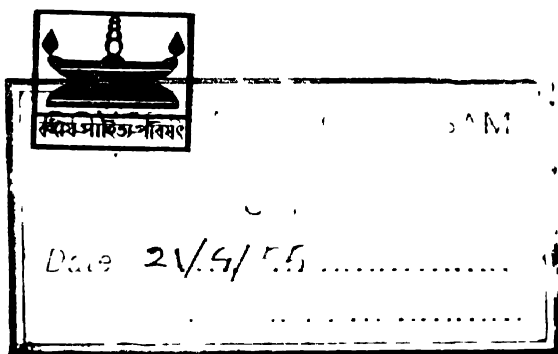




কালীপ্রসন্ন সিংহ

কালীপ্রসন্ন সিংহ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৪৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৪৯
পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫০

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩·২—১৫।২।১৯৪৪

ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতার এক ধনী জমিদার-বংশে কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম হইয়াছিল এবং মাত্র ত্রিশ বৎসরের স্বল্পস্থায়ী জীবন যাপন করিয়া তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চ সাহিত্য-প্রতিভা এবং অসাধারণ বদান্যতাগুণে কালীপ্রসন্ন তাঁহার স্বল্পপরিসর জীবনকেই এমন মহিমমণ্ডিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে শ্রেষ্ঠ মনীষি-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাকে আজ গণনা না-করিয়া উপায় নাই। তিনি নিতান্ত কিশোর বয়সেই দেশের এবং দশের হিতকারী অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া এমন কতকগুলি মহতী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন যে, অকাল-মৃত্যু এবং ভবিষ্যৎ কাল তাঁহার সেই কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিতে পারে নাই, বরঞ্চ তাঁহার চরিত্রের ঔদার্য্য ও সাহিত্যিক প্রতিভা আমাদের নিকট উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতরই হইয়া উঠিতেছে। আজ দীর্ঘ এক শতাব্দী পরে তাঁহার জীবনী ও কীর্ত্তি আলোচনা করিয়া আমরা এই আক্ষেপই করিতেছি যে, তাঁহার সকল আরব্ধ কীর্ত্তি সম্পূর্ণ হইবার সুযোগ পায় নাই ; পাইলে বাংলা দেশ উন্নতিমার্গে আরও কিছু অগ্রসর হইতে পারিত।

তুলনার দ্বারা কালীপ্রসন্নের প্রতিভা পরিস্ফুটতর হইবে। কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন পরলোক গমন করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন 'ললিতা ও মানসে'র কাব্যবিলাস এবং বৈদেশিক বাণীসাধনা ত্যাগ করিয়া মাত্র 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' রচনা শেষ করিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শনে'র সম্ভাবনা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সেই স্বল্পকালের জীবনেই সমাজে, রাষ্ট্রে এবং সাহিত্যে এমন সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম

হইয়াছেন, যাহার আলোচনা ও বিবৃতি এ যুগেও আমাদের অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে। কালীপ্রসন্নের বহুমুখী প্রতিভার এবং বিচিত্র কর্ম্মজীবনের অদ্ভুত পরিচয় লাভ করিয়া পাঠকমাত্রেই নিঃসংশয়ে স্বীকার করিবেন যে, এই কীর্ত্তিমান্ পুরুষ দীর্ঘজীবী হইলে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি লাভবান্ হইত। আজ তাঁহার জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা এই কীর্ত্তিমান্ পুরুষের জীবনী ও কীর্ত্তির কথা সাধারণের গোচর করিতেছি।

বাল্য-জীবন

কালীপ্রসন্ন কলিকাতা জোড়াসাঁকো-নিবাসী প্রসিদ্ধ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের প্রপৌত্র, জয়কৃষ্ণ সিংহের পৌত্র, এবং নন্দলাল সিংহের একমাত্র পুত্র। অনেকে তাঁহার জন্মতারিখ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে উহা ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ।

কালীপ্রসন্নের জন্ম-উপলক্ষ্যে সিংহ-পরিবারে সমারোহের সহিত যে-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল, 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে তাহার বিবরণ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখের 'ক্যালকাটা কুরীয়ার' পত্রে অনূদিত হইয়াছিল। বিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> **Nautch in Celebration of the Birth of a Child.—Last night a a series of Nautches commenced at the residence of Baboo Nundolaul Sing, at Jorasanko, in celebration of the birth of his first child, a boy, which took place lately. There were a large assemblage of native gentlemen and professors of Sanscrit present on the occasion; the former were highly gratified with the musical performances of the nautch girls, and the latter with the valuable presents of Cashmere Shawls, etc.—*Prabhakur*.**

শৈশবে কালীপ্রসন্ন হিন্দু-কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতী ছাত্র বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল না। তিনি গৃহে বসিয়া উইলিয়ম

কার্কপ্যাট্রিক নামে এক জন সাহেবের সাহায্যে রীতিমত ইংরেজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তাঁহার আশৈশব অনুরাগ ছিল। এই দুই ভাষাও তিনি পণ্ডিত রাখিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় কালীপ্রসন্ন তাঁহার বাল্য-জীবনের যে অপূর্ব্ব বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিছক কল্পনা বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন:—

ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গলা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিছি যে আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা ঘুমবার পূর্ব্বে নানা প্রকার উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন। আমরাও সেইগুলি মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়ীতে ও মার কাছে আওড়াতেম—মা শুনে বড় খুসি হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ফি পয়ার পিছু একটি করে সন্দেশ প্রাইজ, দিতেন; অধিক মিষ্টি খেলে তোৎলা হতে হয়, ছেলেবেলা আমাদের এ সংস্কারও ছিল, সুতরাং কিছু আমরা আপনারা খেতুম, কিছু কাক ও পায়রাদের জন্যে ছাদে ছড়িয়ে দিতুম; আর আমাদের মুঞ্জুরী বলে দিব্বি একটি সাদা বেরাল ছিল (আহা! কাল সকালে সেটি মরে গ্যাচে—বাচ্চাও নেই) বাকী সে প্রসাদ পেত। সংস্কৃত শেখাবার জন্যে আমাদের এক জন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাঠামোর সূত্র হলো; টিকি, ফোঁটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচায্যি দেখলেই তর্ক কত্তে যাই, ছোঁড়াগোছের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তর্কে হারিয়ে টিকি কেটে নিই, কাগজে প্রস্তাব লিখি—পয়ার লিখ্‌তে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনার বলে অহঙ্কার করি—সংস্কৃত কালেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক এক জন সংস্কৃত কালেজের ছোক্‌রা হয়ে পড়লেম; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্ব্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠলো—কখন

বোধ হতে লাগলো কিছু দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবো (ওঃ শ্রীবিষ্ণু কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন) তা হওয়া হবে না, তবে ব্রিটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত জনসন ? না ! (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন) সেটি বড় অসঙ্গত হয়, তবে রামমোহন রায় ? হাঁ, এক দিন রামমোহন রায় হওয়া যায়—কিন্তু বিলেতে মত্তে পারবো না।

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচ জনে চিনবে, সেই চেষ্টাই বলবতী হলো, তারই সার্থকতার জন্যই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজ্লেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো—সভা কল্লেম—ব্রাহ্ম হলেম—তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই—বিধবা বিয়ের দালালি করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে লোকে জানুক যে আমরাও ঐ দলের এক জন ছোটখাট কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে !

হায় ! অল্প বয়সে এক এক বার অবিবেচনার দাস হয়ে আমরা যে সকল পাগ্লামো করেচি, এখন সেইগুলি স্মরণ হলে কান্না ও হাসি পায় ;···

ছয় বৎসর বয়সে কালীপ্রসন্ন পিতৃহীন হন। ৬ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে ওলাউঠা রোগে তাঁহার পিতা নন্দলাল ওরফে ছাঁতু সিংহের মৃত্যু হয়। প্রতিবেশী হরচন্দ্র ঘোষ কালীপ্রসন্নের অভিভাবক এবং পিতৃ-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট বাগবাজারের প্রসিদ্ধ বসু-বংশের লোকনাথ বসুর ভ্রাতা বেণীমাধব বসুর কন্যার সহিত চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক কালীপ্রসন্নের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে প্রকাশ :—

> গত শনৈশ্চর বাসরীয় যামিনীযোগে আমারদিগের প্রিয় বন্ধু পরলোকগত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের বংশধর পুত্র শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুর উদ্বাহ কার্য্য রঙ্গপুরের সদর আমীন শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব বসুর কন্যার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে··· ।—৮ আগষ্ট ১৮৫৪।

কিছু দিন পরে স্ত্রীবিয়োগ হইলে কালীপ্রসন্নের চন্দ্রনাথ বসুর এক কন্যার সহিত পরিণীত হন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

অতি অল্প বয়সেই কালীপ্রসন্ন সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। বঙ্গভাষার অনুশীলনের জন্য তিনি মাত্র তের বৎসর বয়সে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে পরিচিত। কালীপ্রসন্নের অনেক কীর্ত্তি এই বিদ্যোৎসাহিনী সভাকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৪ জুন ১৮৫৩ (১ আষাঢ় ১২৬০) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবরণ।...৺নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য এক সভা করিয়াছেন।

এই সভাই যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা, তাহাতে সন্দেহ নাই।*

বিদ্যোৎসাহিনী সভাব প্রথমাবস্থায় এবং পরেও অনেক দিন কালীপ্রসন্ন ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সভার বিজ্ঞাপন হইতে আমরা আরও কয়েক জনের নাম সম্পাদকরূপে পাই; ইঁহারা উমেশচন্দ্র মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ বসু ও রাধানাথ বিদ্যারত্ন।

---

* ১৯ জানুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হয়, এই কারণে সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাম্বৎসরিক সভাগুলি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয় নাই; এক বৎসরের মধ্যেই প্রথম তিনটি সাম্বৎসরিক সভা হইয়াছিল। ১৯ জানুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে প্রথম সাম্বৎসরিক সভা হইলেও, তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল ১৪ জানুয়ারি ১৮৫৭ তারিখে।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য ছিলেন। এই সভায় অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইত। কালীপ্রসন্নও স্বরচিত অনেক প্রবন্ধ এই সভায় পাঠ করিতেন। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্বন্ধে 'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রে (১৬-১৭ আগস্ট ১৮৫৫) যে বিবরণ প্রকাশ করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

আমরা গত শনিবাসরীয় যামিনী যোগে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভায়' গমন করিয়াছিলাম…। ন্যূনাধিক দুই শত ভদ্র সন্তান ঐ সভায় বিদ্যমান ছিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবু প্রসন্ন বদনে সমাদর পূর্ব্বক তাঁহারদিগকে সম্বোধন করিয়া অকুণ্ঠ সুকণ্ঠ স্বরে বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয় দিগের পত্র সকল পাঠ করিলেন, কানপুর দিনাজপুর বগুড়া বালেশ্বরাদি নানা স্থানীয় গুণগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়েরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা গ্রহণার্থ পত্র লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ঐ সকল পত্র পাঠ করিয়া মূল প্রস্তাব অর্থাৎ বাণিজ্য বিষয়ে কি২ উপকার, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ ব্যক্ত করিলেন তৎপরে সভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ শর্ম্ম মল্লিখিত বিস্তারিত রূপে ঐ সকল বিষয় ব্যক্ত করেন অনন্তর কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবু ঈষদ্ধাস্য প্রসন্ন বদনে বলিলেন সভ্য ও দর্শক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রস্তাবিত বিষয়ে যে ভাষায় যিনি যাহা বলিতে পারেন বক্তৃতা করুন তাহাতে আমরা আহ্লাদিত হইয়া সভার কার্য্য এবং উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ বলিয়াছি অনুভব করি সর্ব্বসাধারণ লোকেরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন।

সাধারণতঃ শনিবার সন্ধ্যাকালে বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধিবেশন হইত। সভায় কি ধরণের প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি হইত, তাহার আভাস দিবার জন্য সেকালের সংবাদপত্র হইতে কয়েকটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) আগামি শনিবাসরে সি, জে, মনটেগিউ [ডেভিড হেয়ার অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক] সাহেবের বক্তৃতা করিবার ভার ছিল, অকস্মাৎ তাঁহার কোন বাধা ঘটিবায় তিনি আগামি শনিবারে আসিতে অক্ষম, আগামি শনিবারের পর শনিবারে তিনি "Labour its importance dignity piety and triumphant results" এই বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, "মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব কি ?" এই বিষয়ক প্রস্তাব শ্রীযুত প্রিয়মাধব বসুর দ্বারা এই শনিবারে পঠিত হইবেক। শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।—'সংবাদ প্রভাকর', ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬।

(২) অদ্য শনিবার সন্ধ্যার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রকাশ্য সভা হইবেক, দর্শক ও সভ্যগণ সভাস্থ হইয়া বাধিত করিবেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সম্পাদকীয় আসনে এইবার শেষ উপবেশন করিয়া বঙ্গদেশের কুরীতি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। শ্রীউমাচরণ নন্দী। কর্ম্মাধ্যক্ষ।—'সংবাদ প্রভাকর', ১৫ মার্চ ১৮৫৬।

(৩) আগামি শনিবার সন্ধ্যার পরে যুগলসেতুস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় শ্রীযুত কার্কপেট্রিক সাহেব "Sentiments proper to the age and Country" অর্থাৎ দেশকাল বিষয়োপযোগী অভিপ্রায় বিষয়ে লেক্চর অর্থাৎ উপদেশ করিবেন, অতএব উক্ত সময়ে সভ্য ও বিদ্যোৎসাহি দর্শক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক।—'সংবাদ প্রভাকর', ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬, বুধবার।

সুলিখিত প্রবন্ধের জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভা মাঝে মাঝে পুরস্কার প্রদান করিতেন। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্র হইতে দুইটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) "জগতে সুখি কে ?" এই বিষয়ক প্রবন্ধ যে ব্যক্তি লিখিতে ইচ্ছা করেন উত্তম হইলে বিচার মতে ২২ আষাঢ়ের মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাঁহাকে ২০০ দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন, ৮ পেজি ফরমায়, ১

করমার ন্যূন হইলে গ্রহণযোগ্য নহে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ।—'সংবাদ প্রভাকর', ৪ জুন ১৮৫৬।

(২) "হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা" বিষয়ক প্রবন্ধ নানা প্রকার প্রমাণাদি সহিত লিখিতে হইবে, যিনি লেখকগণের মধ্যে বিচারে উত্তম হইবেন তাঁহাকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তিন শত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন ২ মাঘ সাম্বৎসরিক সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।—'সংবাদ প্রকাকর', ৪ নবেম্বর ১৮৫৬।

কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভা কেবলমাত্র সাহিত্যালোচনা-কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিল না। গণ্যমান্য সাহিত্যিকের সম্বর্দ্ধনাদি দ্বারা সাহিত্যানুশীলনে সাধারণকে উৎসাহিত করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যানুসারে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনের জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সম্বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখে একটি সভার আয়োজন করেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয়, মাইকেলের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত করিতেছি :—

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better; I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased, by your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 P. M.'

Yours truly
Kaly Prussunno Singh
Calcutta the 9th' February 1861.

সম্বর্দ্ধনা-সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সমাগম হইয়াছিল। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মানপত্র ও একটি মূল্যবান্ সুদৃশ্য রজত-পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। মানপত্রখানি এইরূপ :—

এড্রেস ।—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু।

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ [?] অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার

সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ক্রটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থন্মন্য হইলাম হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান্ হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভা সভ্যবর্গাণাম্।*
বিদ্যোৎসাহিনী সভা
২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দা।

এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল :—

* ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে উদ্ধৃত।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়! তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এপ্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি।—'সোমপ্রকাশ', ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১।

কালীপ্রসন্ন মাইকেলের প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন। কবির সম্বর্দ্ধনা করিয়াই তিনি নিজ কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীর নিকট মাইকেলের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

বাঙ্গালী সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

"—শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর রব নব পল্লব মাঝারে

সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এজগতে !”

হায় ! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাহ। সংসারের নিয়মই এই প্রিয় বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্‌গুণরাজির পরিচয় প্রদান করে ; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জ্জরিত করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে রত্ন উদ্ধারপূর্ব্বক বহুমানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই ; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব।—‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ’, আষাঢ় ১৭৮৩ শক, পৃ. ৫৫-৫৬।

মাইকেলকে অনুসরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম কালীপ্রসন্ন সিংহই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার ‘হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা’র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় এই দুইটি কবিতা আছে :—

হে শারদে। কোন্ দোষে তুমি দাসী ও চরণতলে ?
কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান ?
এ কুৎসিতে। কোন্ লাজে সপত্নী সমাজে পাঠাইব,
হেরিলে মা এ কুরূপে—দুষিবে জগৎ—হাঁসিবে
সতিনী পোড়া ; অপমানে উভরায়ে কাঁদিবে
কুমার—সে সময় মনে যাান থাকে ; চির অনুগত লেখনীরে !

হে সজ্জন ! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য রসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র—দেবী সরস্বতী বরে।
কৃপাচক্ষে হের একবার ; শেষে বিবেচনা মতে
যার যা অধিক আছে ‘তিরস্কার’ কিম্বা ‘পুরস্কার’
দিও তাহা মোরে—বহু মানে লব শির পাতি।

মাইকেলের সম্বর্দ্ধনার পর-বৎসর কালীপ্রসন্ন পাদরি লঙকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এদেশবাসীর অকৃত্রিম সুহৃদ্‌রূপে পাদরি লঙকে তিনি বিশেষ সম্মান করিতেন। দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ ইংরেজীতে প্রচার করার অভিযোগে নীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিলে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং সুপ্রীমকোর্টে গিয়া মকদ্দমার অবস্থা লক্ষ্য করিতেন। এই মকদ্দমায় বিচারপতি সার্ মর্ড্যাণ্ট ওয়েল্‌স যখন লঙের এক মাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করেন (২৪ জুলাই ১৮৬১), তখন কালীপ্রসন্নই অগ্রসর হইয়া অযাচিত ভাবে সহস্র মুদ্রা আদালতে প্রদান করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে কালীপ্রসন্ন শুনিলেন—লঙ স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন। তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই উপলক্ষে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ ৩ মার্চ ১৮৬২ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

Saturday, 1st March...

The Biddotshahinee Shabha headed by Baboo Kaliprossunno Sing presented an excellent valedictory Address to the Rev. James Long on the day of his departure. The address does honor to those from whom it emanated.

কল্যাণকর বা সমাজ-সংস্কারক অনুষ্ঠানাদির সহিতও বিদ্যোৎসাহিনী সভার যোগ ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবা-বিবাহ

প্রচলন সম্পর্কে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগরকে ভক্তি করিতেন; বিদ্যাসাগরও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় যখন বিধবা-বিবাহ-আইন জারি করিবার আয়োজন চলিতেছিল, এবং এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে আবেদনপত্র পেশ হইতেছিল, তখন বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়া বহু গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এই সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন :—

> বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা বিবাহ পক্ষে লেজিস্‌লেটিব কৌন্সেলে যে দরখাস্ত দিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহাতে তিন সহস্র ভদ্র লোকের স্বাক্ষর হইয়াছে, যদ্যপি কেহ স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করেন বিদ্যোৎসাহিনী সভায় আগমন করিলেই স্বাক্ষর পুস্তক পাইবেন।—১২ মে ১৮৫৬।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিধবা-বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হইলে, কালীপ্রসন্ন সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে, যাঁহারা বিধবা-বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাঁহাদের প্রত্যেককে এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত আছেন। ২২ নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> বিজ্ঞাপন।—বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞাত করিতেছেন যে ১৭৭৭ শকীয় উনবিংশ সভায় সভার অধ্যক্ষ মহোদয়গণ প্রতি বিবাহে এক২ সহস্র মুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতএব প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ পত্রে স্বাক্ষরিত হইলেই বিবাহের পূর্ব্বে বিদ্যোৎসাহিনী সভা সঙ্কল্পিত অর্থ প্রদান করিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ-নিবর্ত্তক আন্দোলনেও ব্যক্তিগত ভাবে কালীপ্রসন্ন সহযোগিতা করিয়াছিলেন।*

আরও একটি ব্যাপারে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন আন্দোলন করেন। উহা কলিকাতা নগরপ্রান্তে বেশ্যাদিগের বাসস্থল নির্দ্দেশকরণ সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে যে আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইবার প্রস্তাব হয়, তাহা ১৯ নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। আবেদনপত্রখানি এইরূপ :—

প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা, কলিকাতা নগরপ্রান্তে বেশ্যাদিগের বাসস্থল নির্দ্দিষ্ট জন্য লেজিসলেটিব কৌন্সলে আবেদন করিবেন, আবেদনপত্র আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি পাঠকবর্গের বিদিতার্থে প্রভাকরে প্রকাশ করিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

নগরপ্রান্তে বেশ্যাগণ বসতিকরণ কারণ বঙ্গদেশবাসিগণের ভারতবর্ষীয় লেজিসলেটিব কৌন্সলে আবেদন।

মহামহিম ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু।

নিম্ন স্বাক্ষরিত বঙ্গদেশবাসীদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করায় বঙ্গদেশবাসিগণের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, কারণ দেশের শান্তিরক্ষা ও কুরীতি নিরাকরণ করাই ছত্রধরদিগের উচিত কার্য্য ও তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। এক্ষণে পুলিস কর্ত্তৃক যেরূপ শান্তিরক্ষা হইতেছে বর্ণন বাহুল্য, অতি সুচারুরূপেই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই,

* কৌলীন্য-প্রথা রহিত করিবার জন্য ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬ তারিখযুক্ত বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত যে দ্বিতীয় আবেদনপত্র রাজদ্বারে প্রেরিত হয়, তাহাতেও কালীপ্রসন্নের স্বাক্ষর আছে।

নগরীর যাবতীয় শান্তিরক্ষার মধ্যে বেশ্যাকুল দ্বারা তাহার অনেক অংশের ত্রুটি হয়, কারণ বারযোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান দ্বারা গীতবাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোক মাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগকরণে বাধ্য হন, চৌর্য্য কার্য্যদ্বারা যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় তাহা কেবল ঐ বারললনাগণের ব্যবহার কারণ। রাত্রিকালে মদ্য বিক্রয় যাহা ভয়ানক শান্তিভঙ্গ তাহা কেবল বারযোষাগণের নিমিত্তে হয়, কলহ, মদ্যপান দ্বারা জীবন সংহার, ব্যসন দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাচার করণ এই বারস্ত্রীগণের আলয়েই সম্পাদিত হয়, আরো বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের ইহা স্বভাব সংশোধন বলিলেও বলা যাইতে পারে, কারণ তাহারা কি প্রাতঃকালে কি সায়ংকালে সাবকাশ হইলেই এই কদাচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বেশ্যা সংখ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে তাহার তাৎপর্য্য কি কেবল তাহাদিগের প্রতি কোন উক্ত নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া যথেচ্ছা তাহাই করিতেছে, কেবল যে বেশ্যাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবায় এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে, বঙ্গদেশীয় ধনবানগণ স্বীয় স্বীয় বসতবাটীতেও অধিক ভট্টালোভী হইয়া ভদ্রপল্লীমধ্যে বেশ্যাগণকে স্থান দান করিয়া অতুল সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন যদ্দারা এক ঘর বেশ্যাবৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে অতি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক ধনবান মান্য বংশের প্রাসাদের নিকটেই বেশ্যানিকেতন কেবলই ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুন নতুবা কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্র নগর বাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না। যদ্যপি রাজা হইয়া প্রজাদিগের শুভ চীৎকারের সময়ে কালার ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে সেই রাজার রাজত্বের কীর্ত্তি কোন কালেই পতাকা রূপে উড্ডীন হইতে পারে না।

অতি পূর্ব্বে সোণাগাজি নামক স্থান বেশ্যাদিগের বাসস্থল ছিল অদ্যাপিও তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় পূর্ব্ব সময়ে যেরূপ শান্তিরক্ষার নিয়ম

ছিল মধ্যে তাহার উল্লেখ না হইবায় একেবারে তাহা মিলিত হইয়া গিয়াছে, অযোধ্যা, কাশী, দিল্লী ইত্যাদি নগরে এবং ইউরোপীয় নানা নগরে এই প্রকার রীতি প্রচলিত আছে তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে এই নিবেদন করি যে দেশীয় স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও শান্তিকার্য্য উত্তমরূপ নির্ব্বাহ জন্য সভ্যমহোদয়েরা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট করুন যদ্দ্বারা আমাদের ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

মহোদয়গণ

আমরা আপনাদিগের নিতান্ত অনুগত ভৃত্য।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যোৎসাহিনী সভা জনসাধারণের সুবিধার জন্য একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন—সংবাদপত্রে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ১২ মার্চ ১৮৫৭ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশ :—

পুস্তকালয় সংস্থাপন।—আমরা শুনিলাম যোড়াসাঁকো বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যেরা এক সাধারণ বা শাখা প্রকাশ্য পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহাতে উচিত মত সাহায্য করিবেন, এবং আরো অবগতি হইল ঐ সভার সভ্যেরা বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

বিদ্যোৎসাহিনী সভার আর একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ—বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। ইহার মারফত কালীপ্রসন্ন বাংলার নাট্যাভিনয় ও নাট্য-সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা নাট্যশালার নবজীবন লাভ হয়। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক পুরাতন হইলেও এ-পর্য্যন্ত উহা একটা স্থায়ী কীর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। এই বিফলতার একটি প্রধান কারণ, বাংলা ভাষায় নাটকের অভাব। এক লেবেডেফ ১৭৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ও নবীন বসু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় করান; অন্য সকলেই শেক্সপীয়রের নাটক অথবা কোন সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অভিনয় করাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় একসঙ্গে তিনটি রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল; তন্মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ কালীপ্রসন্নের উদ্যোগেই ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সহিত সংযুক্ত ছিল।* পর-বৎসরের ১১ই এপ্রিল শনিবার এই রঙ্গমঞ্চের দ্বার উন্মোচিত হয় ও সেই তারিখে উহাতে প্রথম অভিনীত হয় ভট্টনারায়ণ-রচিত 'বেণীসংহার' নাটকের রামনারায়ণ তর্করত্ন-কৃত একটি বাংলা অনুবাদ। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি প্রকাশিত হয়:—

যুগলসেতু নিবাসি সিংহবাবুদিগের ভবনে গত শনিবার [১১ এপ্রিল] সন্ধ্যার পর মহাসমারোহে নাট্যক্রীড়া হইয়াছিল, স্থপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার আরথর বুলার সাহেব, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী মেং সিসিল বিডন সাহেব প্রভৃতি ৫।৭ জন প্রধান ইংরাজ এবং নগরীয় অনেক আঢ্য মহাশয়েরা ঐ নাট্য ক্রীড়া দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নাট্য কৌতুক দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং বাবুরা সাহেবদিগকে পান ভোজনে পরিতোষ করিয়াছেন।—'সংবাদ প্রভাকর', ১৫ এপ্রিল ১৮৫৭, বুধবার।

* "The *Bidyotshahinee Theatre* is in the second year of its existence."—*Hindoo Patriot*, 8 Decr. 1857.

'বেণীসংহার' নাটকে কালীপ্রসন্ন নিজেও অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় খুব প্রশংসনীয় হইয়াছিল। প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া তিনি স্বয়ং নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী'র অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহার "বিজ্ঞাপন" পাঠে আমরা নাটক-রচনার উদ্দেশ্য ও বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমির কথা জানিতে পারি :—

বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ বহুকালাবধি বঙ্গবাসিগণ দর্শন করেন নাই, কারণ অতি পূর্ব্বকালে মহাকবি কালিদাসাদির দ্বারা যে সমস্ত সংস্কৃত নাটক রচিত হয়, তাহারই অনুরূপ হইত, পরে প্রায় দুই দিন শত বৎসর অতীত হইল সংস্কৃত ভাষায় নাটক ও অনুরূপাদি এককালেই রহিত হইয়াছে, সেই অবধি আর কোন ধনবান্ ভবনে নাটকাদির অভিনয় হয় নাই। পরে সেক্‌সপিয়র ও অন্যান্য ইংরাজি নাটকাদি বঙ্গদেশে অভিনয় হইলে হিন্দুগণের সংস্কৃত ও বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ করিতে ইচ্ছা হয়। উইলসন্ সাহেব লেখেন প্রায় অশীতিবর্ষ অতীত হইল কৃষ্ণনগরাধিপতি ৺ প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুরের ভবনে চিত্রযজ্ঞ নামক এক সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ হয়, কিন্তু রঙ্গভূমির নিয়মাদির অনুবর্ত্তী হইয়া অভিনয় করেন নাই, ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবায় কারণ অনেকের মনোরঞ্জন হয় নাই।

এক্ষণে এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে বঙ্গবাসী গণ পুনরায় বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ হইলেন। প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গলা অনুবাদের অভিনয় হয়, যে মহাত্মারা উক্ত অভিনয় সময়ে রঙ্গভূমিতে উপনীত ছিলেন, তাঁহারাই তাহার উত্তমতার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, ফলে মান্যবর নটগণ যথাবিহিত নিয়ম ক্রমে অনুরূপ করায় দর্শক মহাশয়দিগের প্রীতিভাজন ও শত শত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

পরে উপস্থিত দর্শক মহোদয়গণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয়ে এবং তাঁহাদিগের

অনুরোধ বশতঃ পুনরায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে অনুরূপ কারণই বিক্রমোর্ব্বশী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের পাঠযোগ্য এবং নাগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অনুরূপ যোগ্য হইলে আমার শ্রম সফল হইবে।

২৪ নবেম্বর ১৮৫৭ তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে বিক্রমোর্ব্বশী নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরূরবার ভূমিকা কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' প্রকাশিত হয়। এখানি তাঁহার নিজস্ব রচনা—কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ নহে। এই বৎসরের ৫ই জুন তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে নাটকখানির মহলা দেওয়া হইয়াছিল, 'সংবাদ প্রভাকরে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে এ-কথা জানা যাইবে :—

আগামি শনিবার ৭ ঘণ্টার সময় কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত সাবিত্রী সত্যবান নাটকের আভিনয়িক পাঠ হইবেক এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্‌সপিয়র প্রভৃতি নাটক যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপে পঠিত হইবেক অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গান করা যাইবেক।—'সংবাদ প্রভাকর', ৪ জুন ১৮৫৮, শুক্রবার।

শুধু নাট্যকলা নহে, সঙ্গীতের উন্নতিকল্পেও কালীপ্রসন্নের বিশেষ চেষ্টা ছিল। হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর "৺কালিপ্রসন্ন সিংহ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

একজন বিশিষ্ট গায়কের মুখে শুনিয়াছি যে বিখ্যাত মহাভারতের অনুবাদক ৺কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় স্বাভাবিক অলাবুর তুম্বের অনুকরণে কাগজের তুম্ব প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকাস্থ বৈঠকখানার মজলিসে আনা হইয়াছিল, তৎসাহায্যে গাওনাও হইয়াছিল। কাগজের তুম্ব অনেকটা শুষ্ক অলাবু তুম্বের কাছাকাছি যায়; কিন্তু কাষ্ঠের করিলে সেরূপ হয় না।

৺কালিসিংহ মহাশয়ের তাম্বুরু নামক কলাবতী বীণার এরূপ কাগজের তুম্বী নির্ম্মাণের চেষ্টার জন্য সমস্ত সঙ্গীত সমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।—'পুণ্য', পৌষ-মাঘ ১৩০৫, পৃ. ১৯৩।

সাময়িক-পত্র পরিচালন

গ্রন্থাদি রচনা ব্যতীত বিভিন্ন সাময়িক-পত্র পরিচালনেও কালীপ্রসন্ন প্রভূত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। যে-সকল সাময়িক-পত্রের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এরূপ চারিখানি পত্রের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'

বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কালীপ্রসন্ন প্রকাশ করেন। ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা, কিন্তু সভার সভ্যবৃন্দ বিনামূল্যে এক খণ্ড করিয়া পাইতেন। ইহাতে কালীপ্রসন্নের রচনাবলী—বিশেষতঃ যে-সকল প্রবন্ধ তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে পাঠ করিতেন, তাহা—প্রকাশিত হইত।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২০ এপ্রিল ১৮৫৫ তারিখে। পত্রিকার মলাটের উপর মুদ্রিত থাকিত :—

> বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা। মাসিক প্রকাশ্য। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ দ্বারা বিরচিত। বাঙ্গাল সুপিরিয়ার যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই সংখ্যায় "বিজ্ঞাপনে" কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছিলেন :—

> যদিও আমার তাদৃশ বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তথাপি বিদ্যাবন্ত ব্যক্তিব্যূহের উৎসাহে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রতি সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। প্রথম দুই সংখ্যায়—সভ্যতার বিষয়, চাঞ্চল্য; বাল্য-বিবাহ, কৌলীন্য ও বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা—এই কয়টি প্রবন্ধ আছে। কালীপ্রসন্নের বাল্যরচনার নিদর্শন-স্বরূপ শেষোক্ত প্রবন্ধটি হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

…মুসলমান রাজারা রাজনীতি অনভিজ্ঞ ছিলেন, প্রজাদিগকে কিরূপ পালন করিতে হয় তাহা না জানাতে পালন স্থলে পীড়ন করিতেন, এবং এই দোষেই তাঁহাদিগের রাজ্য নষ্ট হয়। হিন্দু প্রজারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাদিগকে পরিত্রাণ নিমিত্ত ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালারাজ্য অধিকার করিবার সদুপায় করিয়া দিলেন কিন্তু ব্রিটীশ্ গবরণ্মেণ্ট্ও বিজাতীয় পক্ষপাতশূন্য নহেন। মুসলমানদিগের অধীনে পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পাওয়া যাইত না বলিয়া কেহ পরিশ্রম করিত না' কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা হয় তাহাও ভাল ছিল। এক্ষণে অবাধে বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে সকলের মন উজ্জ্বল হইতেছে কিন্তু কি মনস্তাপ। যে ইংরাজদিগের সমকৃতবিদ্য হইলেও তাহারদিগের ন্যায় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক জন ইংরাজ যে কর্ম্ম করে যদি সেই কর্ম্ম এক জন বাঙ্গালি নির্ব্বাহ করেন তাহা হইলেও তাহার বেতন সেই ইংরাজের ন্যায় হইবে না, সমান বেতন পাওয়া দূরে থাকুক অপেক্ষাকৃত পারগ হইলেও সে পদ তাঁহার পাইবার বিষয় কি, ইহাকে কি বিজাতীয় পক্ষপাত বল না। এক্ষণে একবার আকবর বাদসাকে স্মরণ করি, তাঁহার সময়ে যোগ্য ব্যক্তি হইলেই রাজ্যের গুরুতর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিত হিন্দু কি মুসলমান তাহার বিচার ছিল না। তাঁহার নিকট বিদ্যাই পূজ্য হইত, যেমন একচন্দ্র গগনমণ্ডলে উদয় হইয়া পৃথিবীর সকল অন্ধকার হরে, সেইরূপ তিনি উদয় হইয়া পূর্ব্বমত মুসলমানদিগের, রাজধর্ম্ম অনভিজ্ঞতা রূপ যে অন্ধকার ছিল, তাহা হরিয়াছিলেন দেখ ব্যবস্থাপক কৌনসলে এক্ষণে প্রজাদিগের কোন হাত না থাকাতে কত অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোন আইন প্রচার কালে

প্রজাদিগের মত গ্রহণ হয় না ইহাতে তাহারা কোন নিয়ম অকল্যাণকর জ্ঞান করিলেও স্তব্ধ থাকে পরন্তু মুসলমানদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না তাহারা যে কালে রাজা ছিল সে কালে অসভ্যতাই সবল ছিল কিন্তু এইক্ষণে অসভ্যতা দূর হইয়া সভ্যতার সোপান বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদিগের বৃটীশ গবরণমেণ্ট সভ্য বলিয়া লোকবিখ্যাত আছেন অতএব বিজাতীয় পক্ষপাত থাকিতে ঐ বিষয়ে গবরমেণ্ট সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে অবশ্যই লজ্জা পাইবেন।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' এক বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিল। ২০ মে ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ১২৬৩ সালের "জ্যৈষ্ঠ মাসীয় বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধটি" উদ্ধৃত হইয়াছে।

'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা'

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই (?) মাসে কালীপ্রসন্ন 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' নামে আর একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' পরবর্ত্তী ৬ই আগস্ট তারিখে লেখেন :—

'সর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিকা' অর্থাৎ প্রাণি বিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্রিকা। ইত্যভিধেয় এক খানি নূতন পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, পত্রিকা প্রকাশক বা প্রকাশকগণ যে যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সমুদয়াংশকেই উত্তম বলিতে হইবেক, যেহেতু তাহাতে সুসাধু সরল বঙ্গ ভাষায় অতি পরিষ্কাররূপে অভিপ্রায় সকল ব্যক্ত হওয়াতে ঐ পত্রিকা সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী হইয়াছে, বিশেষতঃ 'কুতর্ক-দমন' নামক প্রথম প্রস্তাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে,...।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা-সম্পাদক কালীপ্রসন্নই যে 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' প্রকাশ করেন, 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

সমাচার।...বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক সর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিকা নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন।—১ম খণ্ড, ৮ সংখ্যা, ১২৬৩।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'

ইহার পর আমরা কালীপ্রসন্নকে আর একখানি মাসিক পত্র সম্পাদন করিতে দেখি। ইহা 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই পত্রিকার প্রথম ৬ পর্ব্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন ৭ম পর্ব্ব সম্পাদন করেন।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া কালীপ্রসন্ন ৭ম পর্ব্বের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৭৮৩ শক) ভূমিকা-স্বরূপ যাহা লেখেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৭৭৬ [১৭৭৩?] শকে বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তদবধি ক্রমাগত ছয় বৎসর যথানিয়মে উদিত হইয়া আসিতেছে। কেবল মধ্যে কিয়ৎকাল বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্যথা হইয়াছিল।...বিবিধার্থ কি বিদ্যাবতী রমণীকুল কি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতসমাজ, সর্ব্বত্রই তুল্য সম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে; এমন কি বর্ণ-পরিচয়বিহীন বালকগণও শুদ্ধ চিত্র দর্শনাভিলাষে বিবিধার্থের প্রকাশ-কাল প্রতীক্ষা করিয়াছে।...

বিবিধার্থ এতাবৎ কাল যাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রযত্নে পূর্ব্বোল্লিখিত বহুতর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের স্নেহভাজন হইয়াছে—যিনি বাঙ্গালিভাষাকে বিবিধ তত্ত্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন—এক্ষণে তিনি এতৎ পত্রের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। জন্মদাতা হইতে স্বতন্ত্রিত ও সহসা অপরিচিত-হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন; বিশেষত শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্ত্তে তৎপদে

অপর ব্যক্তির সুশৃঙ্খলে কার্য্য নির্ব্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন; অনুবাদক-সমাজ, বিবিধার্থ সহৃদয়-সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমণ্ডলীর নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কিন্তু বিবিধার্থ-সম্পাদন-পদ স্বীকার করিয়া আমি অসমসাহসিকতার কার্য্য করিয়াছি। সাহিত্য-সংসারে আমার নাম অশ্রুতপূর্ব্ব, সুতরাং এতাদৃশ অসদৃশ গুরু ভার মাদৃশ জন দ্বারা অব্যাঘাতে নির্ব্বাহিত হইবে এমত আশা করা যায় না; কেবল ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন ভরসা আছে, আমি সাবধানে সেই পথে তাঁহার অনুসরণ করিলে ক্রমে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইব। সচ্ছিদ্র মণিখণ্ডে সূত্র প্রবেশনের ন্যায় আমার পক্ষে অসুলভ হইবে না।...শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ-সম্পাদক।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র ৭ম পর্ব্ব—১৭৮৩ শক,* বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার পর আর 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' প্রকাশিত হয় নাই।

'পরিদর্শক'

কালীপ্রসন্ন একখানি দৈনিক সংবাদপত্রও কিছু দিন পরিচালন করিয়াছিলেন। পত্রখানির নাম 'পরিদর্শক'; ইহা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই (?) মাসে প্রথম প্রচারিত হয়, তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী। ১৪ নবেম্বর ১৮৬২ (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৯) হইতে কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' পত্রের সম্পাদক হন, সঙ্গে সঙ্গে পত্রের কলেবরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

* 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র ৭ম পর্ব্বের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ভুলক্রমে "১৭৮২ শক" মুদ্রিত হইয়াছে।

পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি।—এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনাবধি পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দুটীই আমাদিগের আনন্দের হেতু হইয়াছে। পরিদর্শক দৈনিক পত্র। পাঠকগণ দৈনিক পত্র দ্বারা বহু বিষয় অবগত হইবার বাসনা করেন। কিন্তু এত দিন উহার যেরূপ ক্ষুদ্র অবয়ব ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন উহার আকার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উহাতে সমাবেশিত হইবে। দ্বিতীয় আহ্লাদের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি বস্নে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ও যত্ন আছে। তিনি লাভার্থী নহেন। পরিদর্শকের আয়ের ন্যূনতা দর্শন করিলে তিনি যে ভগ্নোৎসাহ হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। বৃহদাকার পত্রের নিত্য কার্য্য সমাধান স্বল্পব্যয়সাধ্য নয়, জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার তৎসম্পাদন সামর্থ্যও আছে। আমরা প্রথমাবধি কয়েক খানি পরিদর্শক অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। যে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, প্রায় তাহার সমুদায়গুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।—'সোমপ্রকাশ', ২৪ নবেম্বর ১৮৬২।

কিন্তু কয়েক মাস যাইতে-না-যাইতেই কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পরিদর্শক অকালে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এক খানিও উৎকৃষ্ট দৈনিক সম্বাদ পত্র নাই। পরিদর্শককে দেখিয়া আমাদিগের কথঞ্চিৎ এই আশা জন্মিয়াছিল যে ইহা ক্রমে সেই ক্ষোভ দূর করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাও উন্মূলিত হইল। সম্পাদক বিরক্ত হইয়া পরিদর্শক উঠাইয়া দিলেন। তিনি বিরাগের যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গ্রাহকগণের অনাদর উহার অন্যতর বলিয়া উপন্যস্ত হইয়াছে।··· আমরা সম্পাদকের একটী সঙ্কোভ অনুচিত প্রতিজ্ঞা দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ

হইলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালি সমাজের এরূপ অবস্থা থাকিতে তিনি আর বাঙ্গালিদিগের উপকার করিবেন না। তাঁহার সদৃশ দেশহিতৈষী উদারস্বভাব ব্যক্তিরা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাহা হইতে সমাজের অবস্থা সংশোধিত হইবে?

রচনা—পুস্তক ও প্রবন্ধ

কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন, "এই ভারতবর্ষে কত কত মহাবলপরাক্রান্ত রাজাধিরাজেরা সুদূরবিস্তৃত পন্থা, সুদীর্ঘ দীঘিকা ও দুর্গম দুর্গ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কালের ভীষণ দশনে সেই সকলেরই কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না। কত কত সুসমৃদ্ধ জনপদ গহন বিপিনে পরিণত ও নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কেবল জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাদি ভিন্ন অপর কীর্ত্তিমাত্রই বিনশ্বর। গ্রন্থাদি ভাষার সহিত চিরদিন বর্ত্তমান থাকে এবং নবাবির্ভূত লোকের নিকট চিরদিন নবীন বলিয়া প্রতীত হয়।" জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ তিনি যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি—বিশেষ করিয়া 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' ও অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ—তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। কালানুসারে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দিতেছি:—

১। **বাবু নাটক।** ইং ১৮৫৩ (?)

১৪ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে এই নাটকখানির কথা জানা যায়:—

> পূর্ব্বে প্রায় দুই বৎসর গত হইল আমি একবার বাবু নাটক্ নামক গ্রন্থ রচিয়া প্রকাশ করি কিন্তু তাহা এক্ষণে এমত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে কত লোক চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায়

মুদ্রিত করিবার অভিলাষি, যত্তপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক মূল্য ৷৹, বিনা স্বাক্ষরকারী ৸৹ মাত্র। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক।

২। **বিক্রমোর্ব্বশী নাটক।** সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭। পৃ. ৮৫।

বিক্রমোর্ব্বশী নাটক। মহাকবি কালীদাস বিরচিত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ। তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দ্বারা মুদ্রিত। ১৭৭৯ শক।

৩। **সাবিত্রী সত্যবান নাটক।** ইং ১৮৫৮। পৃ. ।৴৹+৯৮।

Shabitree Shotyobhan Natuck. A Comedy By Kaliprossono Sing *Member of the Asiatic and Agricultural and Horticultural Societies of India, and of the British Indian Association, and President of the Bedoyth Shahine Shobha of Calcutta, etc. etc etc.* Calcutta Printed by G. P. Roy & Co. for Bedoyth Shahine Shobha, No. 67 Emaumbarry Lane, Cossitollah. 1858.

সাবিত্রী সত্যবান নাটক। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত। কলিকাতা। জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ মুদ্রিত, কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭। শকাব্দা ১৭৮০ বিনা মূল্যেন বিতরিতব্যং।

ইহাতে "মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানের সাবিত্রী চরিত হইতে কেবল মর্ম্ম মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে"।

৪। **মালতী মাধব নাটক।** ইং ১৮৫৯। পৃ. ৶৹+৯১।

Malatee Mudhaba A Comedy of Bhubabhootee. *Translated into Bengalee from the original Sanscrit*, By Kali Prusno Sing. M. A. S. Calcutta : Printed for the Beedut Shaheenee Shova, by G. P. Roy & Co., No. 67, Emaumbarry Lane. Cossitollah. 1859.

মালতী মাধব নাটক। মহাকবি ভবভূতি বিরচিত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা। জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ মুদ্রিত, শকাব্দা ১৭৮০ বিনা মূল্যেন বিতরিতব্যং।

৫। **হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন।** ইং ১৮৬১। পৃ. ১৬।

১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে কালীপ্রসন্ন এই পুস্তিকাখানি রচনা করিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র তৎসম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রে এই পুস্তিকাখানির সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

We have received a funeral euloge by Baboo Kali Prossunno Singh on the late editor of the *Hindoo Patriot* which has been published at the Pooran Sangraha Press. The language used is chaste and classical but perhaps too refined and elevated for common readers. The writer depicts the character and delineates the career of the late Harish Chunder Mookerjee. He calls on his fellow-countrymen to open their purse-strings to commemorate the distinguished services of the deceased and we trust the call will be cordially responded to.—*Memoirs of Kali Prossunno Singh* (1920), p. 50.

কালীপ্রসন্নের এই পুস্তিকাখানি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

বঙ্গবাসিগণ! আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে তোমাদিগের এক জন পরম প্রিয়চিকীর্ষু বান্ধব ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। ভারতভূমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, ত্রিংশৎ সালের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করেন নাই। তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাঁর যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ

নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় বিদ্রোহসময়ে কেবল তাঁহার একমাত্র অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তিগুণে জলধিজলমগ্নোন্মুখ বাঙ্গালিসম্মান সংরক্ষিত হইয়াছিল। যদি সে সময় তিনি না থাকিতেন, যদি সে সময় তাঁহার লেখনী নিরীহ বঙ্গবাসিবর্গের অনুকূলে চালিত না হইত, তাহা হইলে আজি আর বঙ্গদেশের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিত না। যখন বিদ্রোহসময়ে হৃতসর্ব্বস্ব, বিগতবান্ধব, বৈর-নির্যাতনাক্রান্তচিত্ত ইংলণ্ডীয়েরা নির্ব্বোধ সিপাহিদিগের সহিত বাঙ্গালিদিগকেও কলঙ্কিত করিতে সমূহ চেষ্টা করিয়াছিল, যখন উদ্বন্ধনে প্রাণদণ্ড ভিন্ন বাঙ্গালিদিগের আর অন্য গতি ছিল না, তখন কেবল একমাত্র তিনিই অগ্রসর হইয়া আমাদিগের চিরপরিচিত সম্মান রক্ষা করেন ; সেই বীভৎস সময় আজিও স্মরণ হইলে পাষাণহৃদয়ও কম্পিত হয়। (পৃ. ১-২)

এক্ষণে তাঁহারে চিরস্মরণীয় করণার্থ ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণপণে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য ; যদি আমাদের রামমোহন রায়ের নিকট, বিদ্যাসাগরের নিকট, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিধেয় হয় তাহা হইলে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট শত গুণে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কলিকাতা নগরীয় ঐশ্বর্য্যমত্ত ধনিগণ! একবার স্বদেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি রোপণ কর। গৃহপতি মদ্যপ ও লম্পট হইলে সংসারের যেরূপ বিশৃঙ্খল হয়—তোমাদিগের ঐশ্বর্য্যমত্ততায় বঙ্গদেশের তদনুরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। সাধারণ-হিতকরী কার্য্যে যদি তোমরা কায়মনে সাধ্যানুসারে সাহায্য না করিবে, যদি তোমরা শ্রেষ্ঠত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া দুরবস্থা মোচনে সচেষ্ট না হইবে তাহা হইলে চিরদিনেও ভারতের সুখ সৌভাগ্যের উন্নতি হইবে না। তোমরা অতুল ধন প্রাপ্ত হইয়াছ তৎসকলই সাধারণহিত কার্য্যে ব্যয় কর আমার এরূপ প্রার্থনা নহে, যদি তোমাদিগের স্মরণমাত্র থাকে যে, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে অযত্ন করা, —সমাজের উন্নতিতে উপহাস ও মঙ্গলময় কার্য্যে ব্যয় না করা ; ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদার্থ মনুষ্য নামধারীর উচিত নহে—তাহা হইলে বিজ্ঞানবিহীন বন্য

মর্কটে ও ঐ ধনীতে বিশেষ কি ; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবেক। যদি তোমরা বিশ্রাম সুখশয্যায় শয়িত হইয়া নিজ নিজ অবস্থা বিষয়ে চিন্তা কর, যদি তোমরা এক দিনের জন্যও ভাবিয়া দেখ যে, ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া এত অতুল ধনের অধিপতি হইয়া জন্মভূমির কি উপকার সাধন করিলাম, কয় জন অনাথ তোমাদের সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া মনুষ্য নামে পরিচয় দানে সমর্থ হইতেছে? কয় জন বিধবা তোমাদিগের উদ্যোগে পুনর্ব্বার পতি প্রাপ্তে বিবিধ দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হইয়াছে? স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে কোন বিখ্যাত ধনি কয় টাকা ব্যয় করিয়াছে? তোমরা মৃত পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে, পুত্র কন্যার বিবাহ সময়ে ধন ব্যয় করিয়া থাক সে কেবল প্রশংসা লাভের একমাত্র উপায়, তাহাতে তোমাদের লাঙ্গুল আরও ফুলিয়া উঠে এবং শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হও, তোমাদিগেব আত্মবিস্মৃতি, সামান্য লোকদিগের যাতনার কারণ মাত্র।

তোমরা স্থির কবিয়াছ যে, তোমরা হনুমানের ন্যায় অমর, কখনই মরিবে না—চিরকাল বালাখানায় বৈঠকখানায়—বাগানে সুখে বিহার করিবে, স্বদেশের শুভ চিন্তায় বিব্রত হওয়া, তাহার শ্রীসাধন কার্য্যে ব্যয় করা মূর্খের কার্য্য সুতরাং এ বিষয়ে তোমাদিগের অপেক্ষা নীলকার্য্যের প্রজাগণে অধিক সাহায্য করিবে—কৃষকের সরল হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ। আজি যদি সোনাগাজীর খোঁড়া ব্রহ্মেব শ্রাদ্ধ হইত বা পাগলা ছিরুর সপিণ্ডন হইত তাহা হইলে তোমরা সাহায্য করিতে পথ পাইতে না ; আজি আস্তাবল বা হোটেলরক্ষক কোন ফিরিঙ্গী মরিলে সাধ্য মতে সাহায্য করিতে। তোমরা চালচিত্রের অসুরের মত শুদ্ধ দর্শনীয় নতুবা পদার্থে তৃণ হইতেও নিকৃষ্ট। এক্ষণে উপসংহার সময়ে বঙ্গ-দেশবাসীদিগের নিকট আমার নিবেদন এই, যে মহাত্মা তোমাদিগের এত উপকার সাধন করিয়াছেন, যদ্দ্বারা অনেক বিষয়ে তোমরা প্রাপ্তকাম ও পূর্ণমনোরথ হইয়াছ ; যিনি নিজ ধীশক্তিবলে সানশোধিত মণির ন্যায় মেঘত্যক্ত দিনকরের ন্যায় স্তবকত্যক্ত পুষ্পের ন্যায় বাঙ্গালিসমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারে চিরস্মরণীয় কর। (পৃ. ১২-১৪)

৬। হুতোম প্যাঁচার নক্শা।

'হুতোম প্যাচার নক্শা' প্রথমে খণ্ডশঃ ১৮৬১ (?) খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম খণ্ডের (পৃ. ১৬) আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

> হুতোম প্যাঁচার কলিকাতার নক্শা। চড়ক। প্রথম খণ্ড। "উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা। কালোহ্যয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী।" ভবভূতি। আশ্‌মান। রামপ্রেসে মুদ্রিত। নং ৮৪ হুঁকো রাম বসুর ইষ্ট্রীট। মূল্য পয়শার দুখানা।

ইহার উপহার-পৃষ্ঠায় "১৭৮৩ শক" (ইং ১৮৬১?) পাইতেছি। পুস্তিকার ভূমিকাস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> বিজ্ঞাপন। হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ নক্শা প্রস্তুত কর্‌বেন। এতে কি উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছু দিন পরে বুজ্‌তে পারবেন। হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয় ত সে সময় হতভাগ্য হুতোম্‌কে দিনের ব্যালা দেখ্‌তে পেয়ে কাক ও ফর্‌মাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোঁট ও বাঁস দিয়ে, খোঁচা খুঁচি করে মেরে ফেলবে সুতরাং কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।

এই পুস্তিকায় দুইখানি লাইন-এন্‌গ্রেভিং আছে। একখানি— "হুতোম প্যাঁচা আশ্‌মানে বসে নক্শা উড়াচ্চেন"; অপরখানি— "ঠণ্‌ঠণের হঠাৎ অবতার"।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' প্রথম ভাগ (পৃ. ১৭৬) প্রকাশিত হয়। ইহার ইংরেজী ও বাংলা আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

> Sketches by Hootum illustrative of Every Day Life and Every Day People. Vol. I "By heaven, and not a master tought."

"Mislike me not for my complexion." Shakespeare. Calcutta. Bose and Company, Printers & Publishers. 1862.

হুতোম প্যাঁচার নক্শা। (প্রবন্ধ কল্পনা।) প্রথম ভাগ। স্বর্গাদিব মনুপ্রাপ্তং নাচার্য্য মুখ কন্দরাৎ। প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহত্ত্বাত্মন স্তথা। চিত্ত-বৃত্তেশ্চ দত্তাস্মৈ প্রতিভা পরিমজ্জিতা। কলিকাতা। রাম প্রেস্ বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রচারিত। দরজী পাড়া। ১৭৮৪।

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র দ্বিতীয় ভাগ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানি না, তবে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম দুই ভাগ একত্রে (পৃ. ১৮০+৫৪) প্রকাশিত হয় এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয় (পৃ. ১৩৮+৫৪)। গ্রন্থকার প্রত্যেক সংস্করণেই বহু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

দুর্গোৎসব বাঙ্গালা দেশের পরব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এর নাম গন্ধও নাই; বোধ হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দরের আমল হতেই বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। পূর্ব্বে রাজ-রাঙ্‌ড়া ও বনেদী বড়মানুষদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজকাল পুঁটেতেলীকেও প্রিতিমা আন্‌তে দেখা যায়; পূর্ব্বকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।

ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংক্ষেপ হয়ে পড়্‌ল; কৃষ্ণনগরের কারিকরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গ্যালো। জায়গায় জায়গায় রং-করা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টিন ও পেতলের অসুরের ঢাল-তলওয়ার, নানারঙ্গের ছোবান প্রিতিমের কাপড় ঝুল্‌তে লাগ্‌লো; দর্জ্জিরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরোজায় দরোজায় বেড়াচ্চে; 'মধু চাই!' 'শাঁখা নেবে গো!' বোলে ফিরিওয়ালারা ডেকে ডেকে ঘুচ্চে। ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও যাত্রার দালালেরা আহার-নিদ্রে পরিত্যাগ করেছে। কোন খানে কাঁসারীর দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কের বাটি, চুমকী ঘটী ও পেতলের থালা ওজন হচ্চে। ধুপ-ধুনো, বেণে মসলা ও মাথাঘষার একৃষ্ট্রা দোকান বসে গ্যাছে।

কাপড়ের মহাজনেরা দোকানে ডবল পর্দ্দা ফেলেচে; দোকানঘর অন্ধকারপ্রায়, তারি ভেতরে বসে যথার্থ পাই-লাভে বউনি হচ্চে। সিঁদুরচুপড়ী, মোমবাতি, পিঁড়ে ও কুশাসনেরা অবসর বুঝে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে অ্যাকুডক্টের উপর বাব দিয়ে বসেচে। বাঙ্গাল ও পাড়াগেঁয়ে চাকুরেরা আর্‌সি, ঘুন্‌সি, গিল্টির গহনা ও বিলিতী মুক্তো এক্‌চেটেয় কিন্‌চেন; রবরের জুতো, কমফরটার, ষ্টিক্ ও স্যাজওয়ালা পাগড়ী অগুন্তি উঠচে; ঐ সঙ্গে বেলোয়ারি চুড়ী, আঙ্গিয়া, বিলিতী সোণার শীলআংটী ও চুলেব গার্ডচেনেরও অসঙ্গত খদ্দের। এত দিন জুতোর দোকান ধূলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পূজোর মোরশুমে বিয়ের কনের মত ফেঁপে উঠ্‌চে; দোকানের কপাটে কাই দিয়ে নানা রকম রঙ্গিন কাগজ মারা হয়েচে, ভেতরে চেয়ার পাড়া, তার নীচে এক টুক্‌রো ছেঁড়া কার্‌পেট। সহরে সকল দোকানেরই শীতকালের কাগের মত চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘুনিয়ে আস্‌চে, ততই বাজারের কেনা-বেচা বাড়্‌চে, ততই কলকেতা গরম হয়ে উঠ্‌চে। পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাধ্‌তে বেরিয়েচেন, রাস্তায় রকম রকম তরবেত্তর চেহারার ভিড় লেগে গ্যাচে।

কোনখানে খুন, কোনখানে দাঙ্গা, কোথায় সিঁধচুরী, কোনখানে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে দু ভরি রূপো গাঁট কাটায় কেটে নিয়েচে; কোথাও কোন মাগীর নাকে থেকে নথটা ছিঁড়ে নিয়েচে; পাহারাওয়ালারা শশব্যস্ত, পুলিশ বদমাইস্ পোরা, চোরেরা পূজোর মোরশুমে দেদার কারবার ফালাও কচ্চে, "লাগে তাক্ না লাগে তুক্কো" "কিনি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার" তাদের জপমন্ত্র হয়েচে; অনেকে পার্ব্বণের পূর্ব্বে শ্রীঘরে ও বাক্কুলে বসতি কচ্চে; কারো পূজোয় পাথরে পাঁচ কিল; কারো সর্ব্বনাশ! ক্রমে চতুর্থী এসে পড়্‌লো।

এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়ীতে পূজার ভারী ধুম! প্রতিপদাদি-কল্পের পর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েচে, আজও চোকে নাই—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে বাড়ী গিস্‌গিস কচ্চে। বাবু দেড়ফিট উচ্চ গদীর উপর তসর কাপড় পরে বার

দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হবীশ্বর ন্যায়ালঙ্কাব সভাপণ্ডিত, অনবরত নস্য নিচ্চেন ও নাসা-নিঃসৃত রঙ্গিন কফজল জাজিমে পুঁচ্চেন। এদিকে জহুরী জড়ওয়া গহনার পুঁটুলী ও ঢাকাই মহাজন ঢাকাই শাড়ীর গাঁট নিয়ে বসেচে, মুন্সি মোশাই, জামাই ও ভাগ্নে বাবুরা ফর্দ্দ কচ্চেন, সাম্নে কতকগুলি প্রিতিমে-ফেলা দুর্গাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, বাইয়ের দালাল, যাত্রাব অধিকারী ও গাইয়ে ভিক্ষুক 'যে আজ্ঞা' 'ধর্ম্ম অবতার' প্রভৃতি প্রিয় বাক্যের উপহার দিচ্চেন। বাবু মধ্যে মধ্যে কারেও এক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস কচ্চেন।···সভাপণ্ডিত মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ীর বিদেয় নেওয়া ও বিধবাদলের এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন; অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্বি গালচেন যে, তাঁরা পিরিলীর বাড়ী চেনেন না; বিধবা-বিয়ের সভায় যাওয়া চুলোয় যাক, গত বৎসর শয্যাগত ছিলেন বল্লেই হয়। কিন্তু বাণের মুখের জেলেডিঙ্গীর মত তাঁদের কথা তল্ হয়ে যাচ্চে, নামকাটাদের পরিবর্ত্তে সভাপণ্ডিত আপনার জামাই, ভাগ্নে, নাত-জামাই, দৌত্তুর ও খুড়তুতো ভেয়েদের নাম হাসিল কচ্চেন; এ দিকে নামকাটারা বাবু ও সভাপণ্ডিতকে বাপান্ত করে পৈতে ছিঁড়ে গালে চড়িয়ে শাপ দিয়ে উঠে যাচ্চেন। অনেক উমেদারের অনিয়ত হাজ্রের পর বাবু কাকেও 'আজ যাও' 'কাল এসো' 'হবে না' 'এবার এই হলো' প্রভৃতি অনুজ্ঞায় আপ্যায়িত কচ্চেন—হজুরী সরকারের হেক্মত দেখে কে! সকলেই শশব্যস্ত, পূজার ভারি ধুম!

৭। পুরাণসংগ্রহ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত **মহাভারত।** শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। ১-১৭শ খণ্ড। ইং ১৮৬০-৬৬।

কয়েক জন খ্যাতনামা পণ্ডিতের সাহায্যে কালীপ্রসন্ন মূল সংস্কৃত হইতে মহাভারত গদ্যে অনুবাদ করেন। নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে জানা যাইবে, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি মহাভারতের

অনুবাদ-কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং রামায়ণ-অনুবাদের সঙ্কল্পও কালীপ্রসন্নের ছিল :—

> বিজ্ঞাপন।—মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐ দিনে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদারম্ভ হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।—'সংবাদ প্রভাকর', ১৩ জুলাই ১৮৫৮।

মহাভারতের অনুবাদ-কার্য্য শেষ করিয়া সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে দীর্ঘ আট বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে * এবং ১৭শ বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ শকে (ইং ১৮৬৬)। "অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার"-রূপে কালীপ্রসন্ন ১৭শ খণ্ডের শেষে এই অনুবাদ-রচনার যে বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ১৭৮০ শকে সৎকীর্ত্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপনস্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম।…অনুবাদসময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই ; অথচ বাঙ্গালাভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেগুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।…
>
> বহু দিবস সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক পরিচালনার বিলক্ষণ অসদ্ভাব হওয়াতে আপাতত মূল মহাভারতের হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায়ের পরস্পর এপ্রকার

* ১৬ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' মহাভারতের ১ম খণ্ড সমালোচিত হয়।

বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ২।৪ খানি গ্রন্থ একত্র করিলে পরস্পরের শ্লোক, অধ্যায় ও প্রস্তাবঘটিত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তন্নিবন্ধন অনুবাদকালে সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমি বহুযত্নে আসিয়াটিক সোসাইটিব মুদ্রিত এবং সভাবাজারের রাজবাটীর, মৃত বাবু আশুতোষ দেবের ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়স্থিত, তথা আমাব প্রপিতামহ দেওয়ান ৺শান্তিরাম সিংহ-বাহাদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায় একত্রিত কবিয়া বহুস্থলের বিরুদ্ধভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক অনুবাদ কবিয়াছি। এই বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরেব সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতেব অনুবাদ করিতে আবম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবেব কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজেব অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়ম্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভাবতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সবলহৃদয়ে মহাভাবতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধাবণ করিয়াছেন। ফলত বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না।...সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকাবে পরিণত কারিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমারে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।

যে সকল মহাত্মারা সময়ে সময়ে আমার সদস্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের ব্যাকরণের অধ্যাপক ও সংস্কৃত রঘুবংশের বাঙ্গালা অনুবাদক ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, ৺ কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, ৺ ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমাত্মীয় ৺ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৺ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও ৺ অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্য-প্রভৃতি ১০ জন অনুবাদশেষের পূর্ব্বেই অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিমিত্ত আমারে চিরজীবন যার পর নাই দুঃখিত থাকিতে হইবে।

এক্ষণকার বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সদস্যদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞচিত্তে বার বার নমস্কার করিতেছি। এই সমস্ত সুবিচক্ষণ কর্ণধারদিগের কৃপাবলেই আমি অনায়াসে মহাভারত-স্বরূপ সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম।...

মহাভারতের প্রত্যেক খণ্ড তিন সহস্র মুদ্রিত হয়। সমগ্র গ্রন্থ বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে দান করা হইয়াছিল।

৮। বঙ্গেশবিজয়।

কালীপ্রসন্ন এই নামে একখানি গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দুই ফর্ম্মা ছাপাও হইয়াছিল। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাঁহার বাল্যবন্ধু কালীপ্রসন্নের নামে 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন। ইহার ভূমিকায় (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ তারিখে লিখিত) প্রকাশ :—

...গ্রন্থের নাম 'বঙ্গেশবিজয়' দিয়া মুদ্রাঙ্কনার্থে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমার বন্ধু দ্বারা পাঠাইলে শুনিলাম যে, উক্তাভিধেয় শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের রচিত একখানি

গ্রন্থের দুই ফরমা ভট্টাচার্য্য যন্ত্রে ছাপা হইয়াছে, একারণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তথা শ্রীযুক্ত সিংহ মহোদয়ের ও আমার মধ্যস্থ আত্মীয়ের অনুরোধে 'বঙ্গেশবিজয়' নামের পরিবর্ত্তে এই গ্রন্থের নাম 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' দিলাম…(২ আশ্বিন ১২৭৫)।

৯। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**। ইং ১৯০২। পৃ. ৩৪৮।

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার এইরূপ বর্ণনা আছে :—

> **Srimadbhagavadgita. Kaliprasanna Sinha 3 Dec. 1902. Rl. 32 mo ; 348 ; 1st edn.**

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ইহার একটি সংস্করণ (পৃ. ৫১২) দেখিয়াছি, তাহার আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

> শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মূল, অন্বয় ও মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত বঙ্গানুবাদ আচার্য্যগণের টীকানুযায়ী পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ। পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখীভবেৎ॥ ৩৮ নং নন্দলাল দের ষ্ট্রীট, বরাহনগর, "শ্রীরামকৃষ্ণ-লাইব্রেরী" হইতে শ্রীসত্যচরণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। শক ১৮৩৩।১৩১৮।১৯১১। মূল্য উত্তম বাঁধাই ৸৹ আনা।

প্রকাশকের নিবেদনে প্রকাশ :—গদ্য মহাভারতের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অনুবাদক পুণ্যশ্লোক ধনকুবের ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ এই সংস্করণ যন্ত্রস্থ করিয়া অকালে স্বর্গারোহণ করেন, সুতরাং এতাবৎকাল ইহা আদৌ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে জীর্ণ শীর্ণ কীটদষ্ট হস্তলিখিত পুঁথির প্রকাশসত্বের ভার গ্রহণ করিয়া মহাত্মার শেষ কীর্ত্তি স্বরূপ এই "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" সাধারণের সুবিধার জন্ম সুবৃহৎ পকেট এডিসনে প্রকাশ করিলাম।

কালীপ্রসন্ন-লিখিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভূমিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মহাভারতীয় ভীষ্ম পর্ব্ব জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণ, ভূমি, ভগবদ্গীতা ও ভীষ্মবধ এই চারি পর্ব্বে বিভক্ত। এই পর্ব্ব পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বতন হিন্দুরা সকল কার্য্যই ধর্ম্মের অনুমোদিত করিয়া সম্পন্ন করিতেন। যুদ্ধ যে এমন নৃশংস ব্যবহার, তাহাও ধর্ম্ম বুদ্ধিতেই সম্পাদিত হইত। উভয় পক্ষ, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যে সকল সাংগ্রামিক নিয়ম সংস্থাপিত করেন, তাহাতেই উহা সপ্রমাণ হইতেছে। উভয় পক্ষই মধ্যে মধ্যে আপনাদের সংস্থাপিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেন বটে, কিন্তু যিনি ঐ রূপ করিতেন, তিনি জনসমাজে অন্যায়কারী বলিয়া সাতিশয় নিন্দনীয় হইতেন। এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যে ভূরি ভূরি লোক ক্ষয় ও অনিষ্ট ঘটনা হইবে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষই বিলক্ষণ রূপে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন স্বার্থপরতায় ও যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে অধর্ম্ম হয়, এই রূপ সংস্কারেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ব্যাসদেবের সময়ে কিরূপ ভূগোল বিদ্যার আলোচনা হইত, জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণ ও ভূমি পর্ব্বে তাহাও এক প্রকার অবগত হওয়া যায়।

ভগবদ্গীতা পাঠ করিলে পূর্ব্ব পুরুষদিগের বিদ্যা বুদ্ধি স্মরণ করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে হয়। কত শতাব্দী অতীত হইল ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অধিকাংশ মতের সহিত অধুনাতন বিখ্যাত আন্বীক্ষিকী ও ত্রয়ী বেত্তাদিগের মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে ভ্রান্তিসংকুল মতও নিবেশিত আছে যথার্থ বটে, কিন্তু উহার মধ্যে যে সকল অমূল্য সত্য অক্ষত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই ভারতবর্ষীয় আন্বীক্ষিকী ও ত্রয়ী বেত্তাদিগের গৌরবের একমাত্র দৃষ্টান্ত হইতে পারে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে যুদ্ধপরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তই ভগবদ্গীতা অবতারিত হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধোৎসাহ উদ্দীপিত করা উহার যত উদ্দেশ্য, মনোবিদ্যা প্রভৃতি প্রচার করা তত উদ্দেশ্য ছিল না। ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সঞ্জয় একেবারে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত

হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করাইতেছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কোন স্থলেই যুদ্ধের কথা উল্লিখিত হয় নাই। ব্যাসদেব কেবল মহাভারতের ষট্‌সম্পাদিতা সম্পাদন করিবার নিমিত্তই এই রূপ কৌশল করিয়াছেন।

পূর্ব্বতন হিন্দুরা কিরূপ উৎসাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, অরাতিগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত দুর্ব্বিষহ কষ্টকে কেমন আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতেন, ধর্ম্ম রক্ষার অনুরোধে প্রাণত্যাগ কেমন সামান্য বোধ করিতেন, কি প্রকারে সেনাপতি নিয়োগ, সেনা বিভাগ, যুদ্ধযাত্রা, ব্যূহ নির্ম্মাণ, যুদ্ধ আরম্ভ, যুদ্ধ অবহার ও নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করিতেন এবং যুদ্ধে মৃত ও আহত ব্যক্তিদিগের প্রতি কিরূপ আচার করিতেন, ভীষ্ম বধ পর্ব্ব পাঠ করিলে বিলক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায়। ফলত যিনি তন্ন তন্ন করিয়া ইতিহাস পাঠ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি ভীষ্ম পর্ব্বে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ ও অনেক সত্য উপার্জ্জন করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যে দুঃসাধ্য ও চিরজীবনসেব্য কঠিন ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই। ভগবদ্গীতা অনুবাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এ বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বরপ্রসাদে পৃথিবী-মধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মর্ম্মানুধাবন করত হিন্দু কুলের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

* * *

কালীপ্রসন্ন এক সময়ে জুলিয়াস সীজরের জীবনচরিত বাংলায় অনুবাদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১১ ডিসেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি মুদ্রিত হয় :—

> **Baboo Kaliprossono Sing...we are told has applied to Emperor Napoleon for permission to translate into Bengalee his Imperial Majesty's Life of Julius Cæsar.**

এই সকল পুস্তক ছাড়া কালীপ্রসন্ন বহু প্রবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলি 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম দুই সংখ্যা ছাড়া এই পত্রিকার অন্য সংখ্যাগুলি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (কার্ত্তিক, ১৭৭৯ শক) "কা. প্র. সি" স্বাক্ষরে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছিলেন।

ডেবিড হেয়ার সাম্বৎসরিক সভাতেও কালীপ্রসন্ন কয়েক বার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।* ডেবিড হেয়ারের মৃত্যুর পর প্রতি বৎসর জুন মাসে এই সভার অধিবেশন হইত; সভায় বহু মান্যগণ্য লোকের সমাগম হইত, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদিও হইত। কালীপ্রসন্ন নিজ বাটীতে কয়েক বার এই সাম্বৎসরিক সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই স্মৃতিসভায় তিনি যে-সকল বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল:—

১ জুন	১৮৫৬,	১৪শ সাম্বৎসরিক সভা	প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৫৭.	১৫শ "	বঙ্গভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৫৯,	১৭শ "	বাংলা নাটক।
২ জুন	১৮৬১,	১৯শ "	প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৬৩,	২১শ "	কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ।†

* Peary Chand Mittra: *A Biographical Sketch of David Hare*, (1877), pp. 94, 99, 101-02.

† এই প্রবন্ধ সম্পর্কে ১ জুন ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ:—"বিবিধ সংবাদ। ১৬ জ্যৈষ্ঠ।—১লা জুন সোমবার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে মৃত মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সমাজে বঙ্গদেশীয় কৃষিকার্য্যের বর্ত্তমান অবস্থার সমালোচন, কৃষিকার্য্যের উপযোগিতা, কৃষিসমাজ ও কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা এবং কৃষিজাত দ্রব্য ও কৃষিসাধন অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রদর্শনের মহোপকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।"

কালীপ্রসন্নের এই সকল রচনার কোনটিই এ-যাবৎ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

বদান্যতা

কালীপ্রসন্নের বদান্যতা ছিল অনন্যসাধারণ এবং বহুমুখী; দেশের বহুবিধ হিতকর কার্য্যে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামাজিক ভাবে অকাতরে দান করিতে তাঁহার মত সে-যুগে আর কাহাকেও দেখি না। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে সত্যই লিখিয়াছেন, "তিনি যেমন তাঁহার Purse-এর সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না।" তাঁহার বদান্যতার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

শিক্ষাবিস্তারে দান

স্থানে স্থানে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং কোন কোন দুঃস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান করিয়া কালীপ্রসন্ন জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ২৬ মার্চ ১৮৫৮ তারিখের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' প্রকাশিত একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি:—

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বংশবাটী গ্রামে বঙ্গীয় বিদ্যালয় নামে এক পাঠশালা সাধারণের সাহায্যে দ্বিবর্ষাতীত হইল সংস্থাপিত হইয়া বঙ্গবিদ্যা প্রচার করিতেছিল, পরে সংপ্রতি কলিকাতা নিবাসী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তথায় শুভাগমন করত বালকগণের পরীক্ষা গ্রহণানন্তর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য মাসিক এক শত টাকা দান স্বীকার করিয়া ইংরাজি শিক্ষক ও পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছেন।

এই নব যুব বিদ্যোৎসাহী সিংহ মহাশয় পরোপকারে সিংহ স্বরূপ হইয়াছেন, ইনি দিগ্বিদিগে আব ছয়টা অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দীন হীনগণকে তিমিরহারী জ্ঞান চক্ষু দিতেছেন, ইহাঁর জীবন বৃদ্ধি ও ধনবর্দ্ধন হইলে অস্মদ্দেশীয় জনগণের যে কত উপকার হইবে তাহা বর্ণনাতীত !...—বিদ্যানুরাগী। বংশবাটী। ২১ ফাল্গুন সম্বৎ ১৯১৪।

ছাত্রদিগকে বাংলা-রচনায় উৎসাহিত করিবার জন্য কালীপ্রসন্ন সময়ে সময়ে পদক ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন। ১ জুন ১৮৫৮ তারিখের 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' পত্র পাঠে জানা যায় যে, ওরিয়েণ্টাল সেমিনরীর ছাত্রদের শিক্ষার পরীক্ষায় কালীপ্রসন্ন ইংরেজী চারি শ্রেণীতে বাংলা বিষয়ে প্রশ্ন প্রদান ও উত্তম লেখক চারি জন বালককে পদক প্রদান করিয়াছিলেন।

অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট অর্থসাহায্য পাইয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ১ অক্টোবর ১৮৬০ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

আমরা শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দানশীলতা প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা পরিপূর্ণ এক খানি প্রেরিত পত্র পাইয়াছি। স্থানের অসদ্ভাব প্রযুক্ত অবিকল পত্রস্থ করিতে পারিলাম না। পত্র প্রেরক মাডিকেল কালেজের বাঙ্গলা শ্রেণীর প্রথম বর্ষের ছাত্র। তাঁহার এরূপ সঙ্গতি নাই যে, উপযুক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কালেজে পাঠ করেন। উল্লিখিত সিংহ বাবু অনেক অংশে আনুকূল্য করাতে তাঁহার সেই অসঙ্গতি জন্য ক্লেশ দূরগত হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন বাবুই অর্থের যথার্থ ব্যবহার করিতেছেন সন্দেহ নাই।

সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দান

মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কালীপ্রসন্ন অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। লেখকবর্গের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ মাঝে মাঝে তিনি পুরস্কার

ঘোষণা করিতেন—বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিবরণে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

'সংবাদ প্রভাকর' যন্ত্রালয়ে চৈত্র মাসের শেষ দিবসে একটি সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইত। সম্মিলনে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হইত, প্রবন্ধাদি পঠিত হইত, ভোজেরও ব্যবস্থা ছিল। এই বার্ষিক সম্মিলনে লেখক-বর্গের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল পুরস্কার দিতেন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা; তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্নের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এরূপ পুরস্কার প্রদানের একটি বিবরণ ১ বৈশাখ ১২৬৮ সালের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

বঙ্গভাষা লেখক ও অন্য ভাষা হইতে বাঙ্গালা অনুবাদকদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ প্রভাকর পত্রের বর্ষবৃদ্ধির আনন্দজনক এই বার্ষিকী সভায় পারিতোষিক প্রদানের যে নিয়ম এতৎপত্রের জন্মদাতা কবিবর গুণাকর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কতিপয় দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহি ব্যক্তিদিগের বিশেষানুরাগ ও সাহায্য দ্বারা নিরূপণ করিয়াছিলেন…বহুবাজার নিবাসি বহুগুণসম্পন্ন বিদ্যানুরাগী সরলস্বভাব বাবু ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কয়েক বৎসর ঐ বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন,…। উমেশ বাবুর অভাবে উক্ত লেখক ও অনুবাদকগণের উৎসাহবর্দ্ধন বিষয়ে আমার-দিগেরও অনুরাগ অনেকাংশে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, কিন্তু যুগলসেতুনিবাসি ধনরাশি বিদ্যোৎসাহী সরলস্বভাব সুপ্রসন্নচিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধন বিষয়ে সমধিক উৎসাহী হইয়া যথেষ্ট রূপে আনুকূল্য করাতে আমারদিগের ঐ ক্ষুণ্ণোৎসাহ বর্দ্ধমান হইয়াছে, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন বিষয়ে কালীপ্রসন্ন বাবুর যেরূপ অনুরাগ ও যত্ন আছে, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই, তিনি ঐ বিষয়ে কেবল অর্থ ব্যয় করিতেছেন, এমত নহে, স্বয়ং লেখনীধারণ পূর্ব্বক অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রমও করিতেছেন, বঙ্গভাষার সুলেখকদিগকে তিনি সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন, এবং তাহারদিগের দ্বারাই সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত

থাকেন, স্বয়ং মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপন করিয়া মহাভারতাদি মহাপুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক উত্তম রূপে মুদ্রাঙ্কণ করিয়া অকাতরে সাধারণকে বিতরণ করাতে যে উপকার হইতেছে তাহা বিবেচনা করিলে স্বদেশহিতেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকটে বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবেক। অধুনা আমরা এইস্থলে তাঁহার বিষয় অধিক না লিখিয়া পরমেশ্বরের নিকটে একান্তচিত্তে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি অরোগী এবং দীর্ঘায়ু হউন, এবং বঙ্গভাষার উন্নতিবর্দ্ধন বিষয়ে তাঁহার যত্ন ও অনুরাগ এবং উৎসাহ ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকুক, স্বজাতীয় ভাষার অবস্থা সংশোধন বিষয়ে তিনি অবিচলিত অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আপনার যথার্থ কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিতেছেন, তিনি তদ্বিষয়ে যে সমস্ত সৎসঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইলে এদেশের এক চির উপকার সাধন করা হইবেক। পুরাবৃত্তলেখক মহানুভবেরা হেমাক্ষরে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের গুণাবলী বর্ণন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অনুবাদের নিমিত্ত দুইটি প্রশ্ন প্রদান করিয়াছিলেন, যথা।

ইংলণ্ডীয় কবিবর তামস্ মুর সাহেবের বিরচিত লালারূক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ পারিতোষিক ১০০ টাকা।

টড্ সাহেবের রাজস্থাননামক পুস্তক হইতে উদয়পুরের রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীর বিচিত্র চরিত্র বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ পারিতোষিক ৩০ টাকা।

ইহার মধ্যে কোন অনুবাদক লালারূক অনুবাদ করিয়া প্রেরণ করেন নাই,…।

দ্বিতীয় বিষয়, অর্থাৎ কৃষ্ণকুমারীর বিচিত্র চরিত্র বর্ণন দুই জন অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু গোঁসাই দাস গুপ্তের লেখা পরীক্ষকদিগের বিবেচনায় উত্তম হওয়াতে তাঁহাকে অবধারিত পারিতোষিক ৩০ টাকা প্রদানানুমতি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় পদ্য রচনাবিষয়ে তিনটি বিষয় প্রেরণ করেন যথা।

রূপকচ্ছলে সমস্ত রজনীবর্ণন, বঙ্গভাষার সমালোচন এবং তাহার বর্ত্তমান অবস্থাবর্ণন, কবিতা ৪০০ পংক্তির ন্যূন না হয়, পারিতোষিক ৫০ টাকা,...শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়মাধব বসুর রচনা উত্তম হওয়াতে তিনি অবধারিত পঞ্চাশত মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বিষয়, নগর মধ্যে রজনী সম্ভোগ এবং কলিকাতা নগরের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন। কবিতার সংখ্যা চারি শত পংক্তির অধিক না হয়, এই বিষয় কেবল শ্রীযুক্ত রাধামাধব মিত্র লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন,...তাঁহাকে অবধারিত ত্রিশ টাকা প্রদান করা গেল।

শেষ প্রস্তাব গদ্য রচনা পুরাণ পাঠের ফল, এই বিষয়ে যে কয়েকটি রচনা আসিয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সেনের রচনা পরীক্ষকদিগের বিবেচনায় উত্তম হওয়াতে তাঁহারা উভয় লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অবধারিত পারিতোষিক ত্রিংশৎ মুদ্রা সমভাগ করিয়া দিবার আদেশ করিয়াছেন।

১২৭০ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির বার্ষিক সভা উপলক্ষে কালীপ্রসন্ন স্বনামে ও বেনামীতে কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। পুরস্কারের বিষয়গুলি এই :—

শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের প্রদত্ত।

পুরাণ পাঠের ফল কি ?

পরিমাণ প্রভাকর পত্রের চারি ফরমা, পুরস্কার ২৫ টাকা।

পরীক্ষক ব্রহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

শ্রীযুত মুলুকচাঁদ শর্ম্ম প্রদত্ত।

প্রথম। "ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা অপেক্ষা কি কি বিষয়ে এইক্ষণে উন্নতি হইয়াছে" যিনি লিখিবেন, তাঁহার এই লেখা অন্যূন বিংশতি পত্র হয়, পারিতোষিক ১০ টাকা মাত্র, পরীক্ষক শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়।

দ্বিতীয়, বঙ্গদেশাধিপতি সুবিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের জীবন বৃত্তান্ত ১২ পেজি ফরমার এক শত পৃষ্ঠার ন্যূন না হয়, পারিতোষিক ৪০ চল্লিশ টাকা।

পরীক্ষক শ্রীযুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ।—'সংবাদ প্রভাকর', ২৫ মার্চ ১৮৬৪।

কালীপ্রসন্ন সাহিত্যিকগণকে নানা ভাবে সাহায্য করিতেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রে কতকগুলি কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করার অপরাধে নূতন ফৌজদারী বিধিমতে ধৃত হইলে, কালীপ্রসন্নই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে জামিনে খালাস করেন। নীলকরদিগের সহিত মকদ্দমায় পাদরি লঙের সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডের আদেশ হয়—কালীপ্রসন্নই অযাচিত ভাবে এই অর্থ আদালতে প্রদান করিয়াছিলেন, এ-কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কালীপ্রসন্নের বদান্যতার জন্যই অনেক লেখক তাঁহাদের সাহিত্য-চর্চ্চার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ নবেম্বর তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> নূতন পুস্তক।…বাঙ্গলা নাগানন্দ। ইহা সংস্কৃত নাগানন্দের অনুবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুমতি অনুসারে এই অনুবাদ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বাবু ইহার সমুদয় ব্যয় দিয়াছেন। লেখা মন্দ নহে। চিতপুর পুরাণসংগ্রহ যন্ত্রে মুদ্রিত ; …

বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ দ্বারা স্বদেশের অশেষবিধ কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সময়ে সময়ে এই সকল পত্রিকার উন্নতিবিধানের জন্য অর্থসাহায্য করিতেন। ইহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(ক) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র' নামে রাজনীতি-সংক্রান্ত একখানি পাক্ষিক সমাচারপত্র তারকচন্দ্র চূড়ামণির সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন সম্পাদককে পাঁচ শত টাকা দান

করিয়া এই পত্র প্রকাশে আনুকূল্য করিয়াছিলেন।—'সোমপ্রকাশ,' ১ জুলাই ১৮৬১।

(খ) ১৩ অক্টোবর ১৮৬২ তারিখে 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন:—

> আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, জোড়াসাঁকোস্থ প্রসিদ্ধ দাতা স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সোমপ্রকাশের উন্নতির নিমিত্ত ২০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন এক সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভাকে একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:—

> কালীপ্রসন্ন নিজে একটি প্রেশ কিনিয়া তত্ত্ববোধিনী সভাকে দান করেন। তাহা আজও আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে লাগিতে রহিয়াছে। তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঐ সময়ে মিশিয়াছিলেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে আদিব্রাহ্মসমাজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি ঝাড় দিয়াছিলেন। সেটী রূপান্তরিত হইয়া আজও সমাজের ত্রিতলে বিরাজমান। মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায়দানের আংশিক ভারও তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন।—"৺কালীপ্রসন্ন সিংহ", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', জ্যৈষ্ঠ ১৮৪২ শক, পৃ. ৩৭।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, কালীপ্রসন্ন পাঁচ ছয় বৎসর ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই সমাজে নিয়মিতভাবে অর্থ দান করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণার্থ তিনি অন্যতম "যন্ত্রাধ্যক্ষ" নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ('তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ফাল্গুন ১৭৭৮ শক, পৃ. ১৬০)।

কালীপ্রসন্ন যে কেবল বাংলা পত্রিকাগুলিরই প্রতি সদয় ছিলেন,

এরূপ মনে করিলে অন্যায় হইবে। শিক্ষিত স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত ইংরেজী পত্রিকাগুলির উন্নতির প্রতিও তিনি উদাসীন ছিলেন না। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *Mookerjee's Magazine* (১ম পর্ব্ব) প্রকাশিত হয়। ইহার মুদ্রণের সাহায্যার্থ কালীপ্রসন্ন স্বয়ং একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া শম্ভুচন্দ্রকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়। কিছু দিন পরে, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলী' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রের সাহায্যার্থ কালীপ্রসন্ন মুদ্রাযন্ত্রটি দান করিয়াছিলেন। ৫ জানুয়ারি ১৮৬৩ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :—

> বিবিধ সংবাদ।...১৭ই পৌষ বুধবার। আমরা এবারের বাঙ্গালি পত্র পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। সম্পাদক বলেন, স্বদেশ-হিতৈষী প্রসিদ্ধ দাতা বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ঐ পত্রের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র মুদ্রাযন্ত্রের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। জানুয়ারি মাস অবধি ঐ পত্রের অবয়ব বৃদ্ধি হইবে। কালীপ্রসন্ন বাবুর তুল্য সৎ কার্য্যে উৎসাহ দাতা লোক অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ন্যায় দেশহিতকর পত্রের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। এই সময় কালীপ্রসন্নই 'হিন্দু পেট্রিয়ট'কে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া প্রেস ও পত্রের সর্ব্বস্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা শুধু পত্রিকাখানি রক্ষা পায় নাই, পরন্তু হরিশ্চন্দ্রের পরিবারবর্গও যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পরবর্ত্তী ইতিহাস এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় দেশহিতব্রতের প্রতি কালীপ্রসন্ন বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। সুষ্ঠুভাবে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-স্থাপনে সহায়তার জন্য কালীপ্রসন্ন একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়া দেশবাসীর প্রতি তাঁহার নিবেদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে 'হরিশ মেমোরিয়াল ফণ্ডে' পাঁচ শত টাকা দান করেন; এমন কি, হরিশ্চন্দ্র-স্মৃতিমন্দির স্থাপনার্থ বাদুড়বাগানে দুই বিঘা জমি দান করিবার প্রস্তাব করিয়া স্মৃতি-সমিতিকে ৯ নবেম্বর ১৮৬২ তারিখে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সমিতি এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই।

কালীপ্রসন্ন এক সময়ে আর একখানি সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া উহার পরিচালনে সহায়তা করিয়াছিলেন।* এই কাগজখানির নাম 'দূরবীন', ইহা ফার্সী সংবাদপত্ররূপে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

দুর্ভিক্ষে দান

দানবীর কালীপ্রসন্ন জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দান করিতেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাঙ্কাশায়ার দুর্ভিক্ষ-তহবিলে তিনি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। এই সংবাদ আমরা ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে পাই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন :—

We are glad to see the subscriptions in aid of the Lancashire [Famine] Fund are pouring in rapidly. Some of our leading townsmen have subscribed munificently. Rajah Pertaub Chunder Sing has contributed another thousand. The other one-thousand-wallahs are

* "His patronage of the press was catholic, for he extended it even to that Urdu newspaper, the *Doorbin*, the proprietary right in which he bought at the instance of a Mahomedan friend [Nawab Abdul Latif Khan Bahadur.]—*The Hindoo Patriot* for July 25, 1870.

Ranee Surnomoyee, Baboo Prosunno Coomar Tagore, Baboo Kali Prossunno Sing, and Baboo Herallaul Seal. Lesser stars then follow...

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ইহার নিবারণ-কল্পেও কালীপ্রসন্ন সাহায্য করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

একবার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজে একটা সভা হয়। সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহা আমি কখন ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা এমনি মুগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ সে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে দান করিল। কেহ আঙ্গুল হইতে আংটি খুলিয়া দিল, কেহ ঘড়ি ও ঘড়ির চেন্ খুলিয়া দিল। আমার স্মরণ হয় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুমূল্য উত্তরীয় বস্ত্র (বোধ হয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন। —"পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি", 'প্রবাসী', মাঘ ১৩১৮, পৃ. ৩৮৯-৯০।

জনহিতকর কার্য্যে দান

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন চিৎপুরে একটি দাতব্য ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থানীয় লোকদিগের অসুবিধা অনেকটা দূর করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (কার্ত্তিক ১২৭২, পৃ. ১৩৯) লেখেন :—

নূতন সংবাদ।—...আমরা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম কলিকাতা নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সংপ্রতি চিত্তপুরে একটী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়া তত্রত্য লোকদিগের মহোপকার করিতেছেন।

কলিকাতায় যখন বিশুদ্ধ পানীয় জলের সৃষ্টি হয় নাই, তখন কালীপ্রসন্ন বিলাত হইতে চারিটি ধারাযন্ত্র আনাইয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ৬ ডিসেম্বর ১৮৬৫ তারিখে লেখেন :—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দত্ত দুই সহস্র টাকা দ্বারা ইংলণ্ড হইতে ধারাযন্ত্র ৪টী আনয়ন করা হইয়াছে। উহার ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৮৫।৴৹ আনা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্থাপনের ব্যয় স্বতন্ত্র দেওয়া হইবে।

এই সকল ধারাযন্ত্র শহরের যে যে স্থানে স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ১৫ জুন ১৮৬৮ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' আলোচনা আছে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন :—

We understand that the Chairman of the Justices has determined to put up the four fountains presented by Baboo Kaliprossunno Sing to the Town at the following places :—

1 At Junction of Dalhousie Square and Clive Street.

1 At Junction of Strand and Durmahatta Street.

1 At Junction of Esplanade Row and Government Place East.

1 At Junction of Rajah Guru Doss' Street and Beadon Street.

The first site is very appropriate...A Fountain at the new Square in the Native Town will be both useful and ornamental. But we are of opinion that one ought to be put up near the residence of the munificent donor in Baranussy Ghose's Street.

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র নির্দ্দেশ-মত কাজ হইয়াছিল। একটি ধারাযন্ত্র কালীপ্রসন্নের আবাসস্থলের নিকটে এবং আর একটি রাজা গুরুদাস স্ট্রীট ও বীডন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে স্থাপিত হইয়াছিল, বাকী দুইটি সম্ভবতঃ কোথাও স্থাপিত হয় নাই।

দেশপ্রীতি

কালীপ্রসন্নের সাজাত্যবোধ, স্পষ্টবাদিতা, সহৃদয়তা, অপক্ষপাতিতা প্রভৃতি গুণ উল্লেখযোগ্য। নানা ব্যাপারে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার এই সকল গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

সার্ মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স সুপ্রিম কোর্টের বিচারাসন হইতে প্রায়ই বলিতেন, বাঙালী মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। নীলদর্পণ-মকদ্দমায়ও তিনি এইরূপ কটুবচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সমগ্র জাতিকে এরূপভাবে অপমানিত করায় তাঁহার বিরুদ্ধে চারি দিকেই অসন্তোষের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। ২৬ আগস্ট ১৮৬১ তারিখে দেশীয় নেতৃবর্গ রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে এক বিরাট্ সভা করিলেন। কালী-প্রসন্নও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন ; শুধু যোগদান করিয়াছিলেন বলিলে ঠিক হইবে না,—বাঙালী-চরিত্রে অযথা কলঙ্ক-লেপনের জন্য তিনি বিচারপতি ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে এই জনসভায় এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় রাজা রাধাকান্ত দেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মারফৎ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ তারিখে বিলাতে সেক্রেটরী-অব-স্টেট সার্ চার্লস উডের নিকট পাঠান হইল। এই আবেদনের উত্তরে পরবর্ত্তী ২৪ ডিসেম্বর তারিখে সার্ চার্লস উড গবর্নর-জেনারেলকে লেখেন :—

...those who hold the Judicial office may be sensible of how great importance it is that their denunciations of crime may not be interpreted into hasty imputations against a whole people or country.*

'হুতোমে'র ভাষায় "সেই অবধি ওয়েল্‌সও ব্রেক হলেন"।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েল্‌স যখন এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন যাঁহারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্নও অন্যতম।† ইহা তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব বলিতে হইবে।

* ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দ্রষ্টব্য।

† 'সোমপ্রকাশ', ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩, পৃ. ৬৫৯ দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্ন মনে মনে ইংরেজ-বিদ্বেষ পোষণ করিবার মত অনুদার ছিলেন না। বরং দেখা যায়, যে-সকল ইংরেজ এদেশের হিতসাধন করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে মোটেই পশ্চাৎপদ হন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

কালীপ্রসন্ন লর্ড ক্যানিঙের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তাঁহার স্বদেশগমনের সঙ্কল্পের কথা যখন প্রচারিত হইল, তখন তাঁহাকে কি ভাবে সম্মানিত করা যায়, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য টাউন-হলে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ তারিখে এক বিরাট্ জনসভা হয়। এই সভায় স্থির হয়, রাজা রাধাকান্ত দেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, মৌলবী আবদুল লতীফ প্রমুখ নেতৃবর্গ লর্ড ক্যানিঙের নিকট উপস্থিত হইয়া এদেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে একখানি মানপত্র দিবেন। এই সকল দেশনায়কের দলে কালীপ্রসন্নও ছিলেন। পরবর্ত্তী ১৪ই মার্চ লর্ড ক্যানিংকে মানপত্র দেওয়া হয়। সভায় আরও স্থির হইয়াছিল, চাঁদা তুলিয়া লর্ড ক্যানিঙের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই স্মৃতিরক্ষাকল্পে কালীপ্রসন্ন সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।*

নীলকর-পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখমোচনকারী লেফটেনাণ্ট গবর্নর সার্ জন্ পীটার গ্রাণ্ট যখন এদেশ ত্যাগ্ করেন, সেই সময় তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দনপত্র দিবার জন্য দেশের যে-সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি ২২ এপ্রিল ১৮৬২ তারিখে বেলভিডিয়ার হাউসে সমবেত হইয়াছিলেন, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদের অন্যতম।† গ্রাণ্ট সাহেবের স্মরণার্থ তহবিলেও কালীপ্রসন্ন শত মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।‡

* ৩১ মার্চ ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দ্রষ্টব্য।

† *The Indian Field* for 26 April 1862.

‡ ৬ জুলাই ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' দ্রষ্টব্য।

স্বনামধন্য অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসন যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন যে-সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র ও পাথেয়স্বরূপ কয়েক সহস্র মুদ্রার থলি প্রদান করেন, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদের মধ্যেও এক জন।

বিচারকের পদে কালীপ্রসন্ন

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও জষ্টিস অব দি পীস্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।* তিনি এই কার্য্য কিরূপ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

৬ জুন ১৮৬৪ তারিখে 'সোমপ্রকাশে' এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়:—

টেরিটীর বাজার অপরিষ্কৃত থাকাতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বর্দ্ধমানাধিপতির ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন, যত দিন উহা পরিষ্কৃত না হইতেছে প্রতিদিন তাঁহাকে ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।

'সোমপ্রকাশ' পুনরায় ২৯ আগস্ট ১৮৬৪ তারিখে নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশ করেন:—

কলিকাতার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ আজি কালি পুলিষের কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন। গত ১৬ ই আগষ্ট তিনি যে. কয়েকটী মকদ্দমার বিচার করিয়াছেন, তাহার দুটী দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিলাম। ৮ জন দোকানদার কৃত্রিম বাঁটখারা ব্যবহার করাতে তাহাদিগের প্রত্যেকের ২৫ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট আক্ষেপ করিয়াছেন,

---

* "আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অনরারী মেজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।"—'সোমপ্রকাশ', ৪ মে ১৮৬৩।

ধূর্ত্ত দোকানদারেরা এক এক দ্রব্যে দুই গুণ লাভ করিয়া থাকে। লোকে যথার্থ মূল্য দিয়া এরূপ প্রবঞ্চনা ও ক্ষতি সহ্য করিবেন কেন? পুলিষের ইনস্পেক্টরগণ ইহার অনুসন্ধান রাখেন না বলিয়া তিনি ক্ষুব্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। ওজন ও মাপের জুয়াচুরি প্রায় সর্ব্বত্রই সমান, দণ্ডবিধিতেও ইহার এক বৎসর মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন বাবু বারান্তরে এরূপ অপরাধীর দণ্ড বাড়াইয়া দিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

বিচারকার্য্যে সুনামের জন্য কালীপ্রসন্ন কয়েক বার অস্থায়ী ভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যও করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ডিকেন্স সাহেবের পদে দুই মাস কার্য্য করিবার জন্য যুবক কালীপ্রসন্ন পুলিস-কমিশনার কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ৩১ অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছেন :—

Baboo Kally Prossunno Sing has been requested by the Commissioner of Police to officiate for Mr. Dickens, the Southern Division Magistrate, for two months. It is but bare justice to the Baboo to say that he has taken the shine out of all the Honoraries of Calcutta, whether European or native, and the public spirit which he is exhibiting by thus employing his leisure for the benefit of the public is indeed entitled to high commendation.

৩ জুন ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পাঠে জানা যায়, "কলিকাতা পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ব্রাক্সন সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া বিচারালয়ে আসিতে অশক্ত হওয়ায় অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার কার্য্য করিতেছেন এবং ব্রাক্সন সাহেবের নিয়োগের পূর্ব্বে সিংহ মহাশয় ঐ পদে কিছু দিন কার্য্য করিয়াছিলেন।"*

সমসাময়িক সংবাদপত্রে কালীপ্রসন্ন আদর্শ বিচারপতিরূপে কীর্ত্তিত

* "সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতনী"—'ভারতবর্ষ', ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ৪৫৪।

হইয়াছেন। ১৬ জানুয়ারি ১৮৬৫ তারিখে 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিম্নাংশ প্রকাশিত হয় :—

আদর্শ বিচারপতি।—৯ ই জানুয়ারির হিন্দুপেট্রিয়টে দৃষ্ট হইল, অনরারি মাজিষ্ট্রেট বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকটে একদা ডাক্তর বীটসনের কেরাণী মহেশচন্দ্র দাস ডাক্তরের পকেট বহি চুরী করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত হয়। কালীপ্রসন্ন বাবু প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া মহেশের কারাবাসেব আদেশ করেন। পশ্চাৎ বাবু জানিতে পারিলেন, সে বহি অন্যের নিকটে দৃষ্ট হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মহেশের মুক্তিলাভের অনুরোধ করিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিলেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন বাবু যেদিন অনরারি মাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই অবধি আমরা তাঁহার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিতেছি। কিন্তু তাঁহার উপস্থিত বিষয়ের প্রশংসা আর সমুদায় অতিক্রম করিয়া উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি অতঃপর অন্য অন্য বিচারপতির আদর্শ স্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। বিচারপতির এইরূপ হওয়াই উচিত।...যাঁহারা বাঙ্গালিদিগকে উচ্চ বিচারাসন দানের প্রতিবন্ধকতা করেন, তাঁহারা দেখুন বাঙ্গালিদিগের ন্যায়পরতা কতদূর গমন করিয়াছে।

বিচারকার্য্যে কালীপ্রসন্নের অপক্ষপাতিতার পরিচয় সত্যই বিরল নহে। ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশ করেন :—

ডেলি নিউসের একজন পত্র প্রেরক বলেন, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট একদিন মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচার কালে হেলথ আফিসর ডাক্তার টনিয়র সম্মুখে ছিলেন ; ডাক্তার টনিয়র বলিলেন নেটিবদিগের সাক্ষ্য বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথায় কালীপ্রসন্ন বাবু বলেন, অনেক মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা আমার নিকট উপস্থিত হয়, অতএব আমি কোন মিউনিসিপ্যাল আফিসরের কথা শুনিয়া তাহার বিচার করিব না। সম্রান্ত

বাঙ্গালীদিগের সাক্ষ্যও আমি অগ্রাহ্য করিব না। সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় সাক্ষিদিগের কথা যত দূর বিশ্বাস করি, সম্ভ্রান্ত দেশীয় লোকের কথা তত দূর বিশ্বাস করিব। একটুকুও ন্যূন করিব না।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' বিচারক কালীপ্রসন্নের সহৃদয়তা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

A blind beggar was the other day brought up before Baboo Kaliprossonno Singh, Honorary Magistrate, on a charge of begging for alms in the Streets. The appearance of the man at once excited the sympathy of the Magistrate who far from punishing him gave him a donation of 2 Rs. out of his own pocket and promised him a monthly relief of one Rupee. A letter to the Secretary of the District Charitable Society was also directed to be written. We wish however the Magistrate had shown some sense of his displeasure to the over-zealous Police Officer, who hauled up a blind man for begging.

কালীপ্রসন্নের সূক্ষ্ম বিচারে সাহেবই হউক আর বাঙালীই হউক, কোন অপরাধীরই নিষ্কৃতি পাইবার উপায় ছিল না। 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' (২০ আগস্ট ১৮৬৪) সত্য সত্যই লিখিয়াছিলেন :—

...Baboo Kali Prosono has become since his accession to the Honorary Magisterial bench of Calcutta a terror to Bengalee Villains and European rogues.

কালীপ্রসন্ন যে আদালতের বিচারাসনেই আইনের প্রয়োগ করিতেন, এমত নহে, আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য অবসরসময়েও যে চিন্তা করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি *The Calcutta Police Act* নামে একখানি ইংরেজী পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৮, ইহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

THE CALCUTTA POLICE ACT. Containing Act No. IV, of 1866 B. C. together with the Sections of the Indian Penal Code referred to therein, an abstract statement of the offences and the Penalties attached

thereto, and an alphabetical Index, &c. &c. With the Amended Act. Compiled By KALI PRUSUNNO SINGH. *Honorary Magistrate and Justice of the Peace for the town of Calcutta. One of the Municipal Commissioners for the Suburbs of Calcutta with the powers of a magistrate.* Calcutta: Printed and Published for Babu Shib Chunder Bose at J. G. Chatterjea & Co.'s Press. No. 68, Pottuldunga, College Street. 1866. *To be had at the Calcutta Police Court. Price One Rupee.*

এই পুস্তকের ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন যাহা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার ইংরেজী রচনার নিদর্শনস্বরূপ এখানে তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

PREFACE.

In editing the new Police Act, I beg to inform the public that I have inserted all the Sections of the Indian Penal Code referred to in the clauses of the section XXVI of this Act, have prepared an abstract statement of all the offences and penalties attached thereto, and have introduced the limits of the Port and Town of Calcutta, and the Amended Act.

If my brother Honorary Magistrates find facilities in dispensing justice with accuracy by the aid of these few pages, thus laid before them, I shall feel my labour amply rewarded.

In conclusion, I cannot refrain from acknowledging my best thanks to my friend, BABOO PRANKISSEN GHOSE, Interpreter to the magistrate of the northern Division of Calcutta, for the valuable assistance he has rendered me in compiling this work.

KALI PRUSUNNO SINGH.

Calcutta, Police Court,
The 7th June, 1866.

মৃত্যু

২৪ জুলাই ১৮৭০ (৯ শ্রাবণ ১২৭৭) তারিখে কালীপ্রসন্ন অপুত্রক অবস্থায় অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

Among the wealthy and aristrocratic classes of Calcutta there are few, young or old, that could equal the accomplishments of Kali Prossono Singh, whose death during the last week it is our melancholy duty to record. The only son of a wealthy father, he left his college studies while very young, and his character gave little indication of any future worth or usefulness. But as he with increased years imbibed a taste for the pleasures of opulence and youth, he also imbibed higher and more refined tastes, and became such an ardent lover of literature and wit as few of his class have ever seen. His celebrated translation of the *Mahavarata*, which before his time never stood in decent Bengali, and the free distribution of the fifteen volumes of his great work, made him popular with every native of Bengal that could spell a sentence of his mother-tongue. His exquisite sketches of Calcutta society published under the humorous title of *Hootum* are inimitable, and would not, we advisedly say, dishonor the genius of a Swift or a Dickens. He it was who originally introduced into Bengal the taste for indigenous theatricals, and his translation of *Vikramorvasi* was the first play ever represented in a Bengali stage. He started a daily vernacular newspaper, under the model of English journalism, called the *Paridarshaka*, for some time conducted the well-known Bengali monthly journal *Vividartha Sungraha*, and when the *Hindoo Patriot* was on the verge of ruin, he rescued it at great expense, and entrusted it to competent hands. Nor was he wanting in public spirit. The ardent co-operation which he rendered to Dr. Duff during Famine of 1861 in the N. W. Provinces, the ready help which Mr. Long received from him during the *Nil Durpan* troubles, and the munificent gift of the stone fountains which he made to the Municipality amply testify to this. Handsome, young, rich, and generous he was ever a prey to the temptations that infest native society, and to nothing more than the dreadful vice of intemperance. Last Sunday at about 8 o'clock P. M. he died of a disorder of the liver brought on by his excesses, in the 29th year of his age.—*The Indian Mirror* for 29 July (Friday), 1870.

কালীপ্রসন্নের মৃত্যুতে প্যারিমোহন কবিরত্ন একটি গান রচনা করিয়াছিলেন, নিম্নে সেই গানটি উদ্ধৃত হইল :—

কালীপ্রসন্ন সিংহের গুণ গান।

রাগিণী সবেরি। তাল একতালা।

দেশহিতৈষী কালী সিংহ গুণগ্রাহী গুণাকর।
গিয়াছেন স্বর্গধামে ত্যেজে মনুজ কলেবর॥
আক্ষেপ অতি অল্প কালে, গ্রাসিল করাল কালে,
বিষয়চ্যুত চিন্তানলে, দেহ ছিল জর জর॥
এত বিখ্যাত অল্প দিনে, বাঙ্গালী মহলে আর দেখিনে,
সুযশ মহীরুহ রোপণ করে গিয়াছেন বিস্তর॥
ভয়ানক তুফান নীল-দর্পণে, জজ্ ওয়েল্‌সের কোপাগুনে,
লংকে করিল রক্ষা সমাজে অতি সত্বর॥
কম্ লিখেছে কি হুতোম পেঁচায়, টের পেয়েছেন অনেক বাছায়,
অনেকের দোষ শুধ্‌রে গেছে, যারা ছিল দোষের সাগর॥
বিষয় গেলো এই এক দোষ, বৃথা করা আপশোষ্,
সকলের সকলি যাবে, সংসারে কিছু দিনান্তর॥
মহাযশ মহাভারতে, রেখে গিয়েছেন ভারতে,
কবি কয় ভারতবর্ষে, জন্মাবে না তেমন নর॥

—'গীতাবলী', পৃ· ৬৯-৭০।

উপসংহার

কালীপ্রসন্ন সিংহের বহুমুখী প্রতিভা এবং আরব্ধ ও অসম্পূর্ণ বহুবিধ কীর্ত্তির, এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধ্যে সমস্ত মানুষটির যে রূপ সপ্ততি বৎসরের ব্যবধানেও আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, কলিকাতার ধনী জমিদার বা বাবু-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা অনন্যসাধারণ—বৃহত্তর

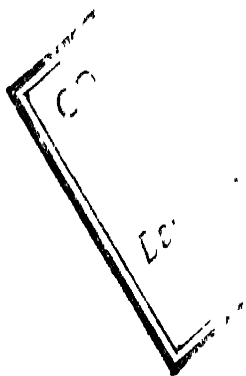
বাঙালী-সমাজেও তাহা দুর্লভ। অকালমৃত্যু তাঁহার মূল্যবান্ জীবনকে মধ্যপথে খণ্ডিত করিয়া বাংলা দেশ ও জাতিকে যে কতখানি বঞ্চিত করিয়াছে, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনের এই অসম্পূর্ণ ইতিহাস হইতে আমরা তাহা উপলব্ধি করিয়া আজ ক্ষুব্ধ না হইয়া পারি না। এই সামান্য পরিচয় হইতেই আমরা নিঃসন্দেহে আজ বলিতে পারি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালীর সামাজিক জীবনের বহুবিধ সংস্কার ও উন্নতির ভিত্তিমূলে যুবক কালীপ্রসন্নের নাম চিরকাল খোদিত থাকিবে; তাঁহার হৃদয়ের উদারতা, স্বদেশপ্রেম ও সাজাত্যবোধ, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য ও সমাজসংস্কারে তাঁহার দূরদর্শিতা ও অধ্যবসায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে চিরদিন আমাদের স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

কালীপ্রসন্ন যে-আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবনে চলিতে চাহিয়াছিলেন, তদানীন্তন সুখবিলাসলালিত ধনি-সন্তানদের তাহা কল্পনার অতীত ছিল; তাঁহার জীবনে এই আদর্শ পরিপূর্ণতা লাভ করিলে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাস আরও কিছু পরিমাণ গৌরবময় হইত। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু এদেশের পক্ষে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা।

মহাভারতের উপসংহারে কালীপ্রসন্ন আপন জন্মভূমির উন্নতি বিষয়ে যে কামনা করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গের শেষ করিতেছি,—

জগদীশ্বরসমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান্ ব্যক্তিরা কায়মনে জন্মভূমির উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদন-পূর্ব্বক অবিনশ্বর সৎকীর্ত্তি লাভ করুন। তাঁহাদিগের যশঃসৌরভে ভূমণ্ডল পরিপূরিত হউক। বিদ্যার বিমলজ্যোতি সাধারণের হৃদয়নিহিত মোহান্ধকার দূর করুক। দীর্ঘকালমলিনা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য দিন দিন নবোদিত শশিকলার

ন্যায় বৃদ্ধি হউক। সহৃদয় সাধু জনেরা নিরাপদে চিরদিন স্বদেশীয় সাহিত্য-রসাস্বাদনে কালাতিপাত করুন এবং শত শত অনুবাদক, গ্রন্থকার ও কবিবরেরা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ভাষাদেবীরে অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সাধুসমাজের মনোরঞ্জন করত অমরতা লাভ করুন।



সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের প্রামাণিক জীবনী ও কীর্তিকথা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।৹, কেবল * চিহ্নিত ৫খানি পুস্তক ॥৹

*১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ১৫। উইলিয়ম কেরী, *১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, *১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। মীর মশার্‌রফ হোসেন, ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ), ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৩৯। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন, ৪০। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (যন্ত্রস্থ)।